বুড়ো দেখ্‌লেই ঘোমটা টেনে নাচ্ছে! পাঠকদের দেখবার ইচ্ছা হয়তো পাঁচ সিকা (১।০) (আর তেল কাট) হাতে কোরে গেলেই দেখতে পাবেন। আর পুরাতন আলাপ থাকে তো এক টাকা দিলেই হবে। আর পুরাতন আলপীদের যাইবার আর এক কারণ হইয়াছে। ছেলেটী তিন মাসের মাত্র, মাগী বড় বুক চাপা, না সাহায্য পেলে একবারে শো-লতে হয়ে পোড়বে।

চিত্রকোটের মহন্ত তাঁর একজন ভৃত্যের স্ত্রীতে উপরত হইয়াছিলেন এবং পাছে ভৃত্য ব্যাটা কোন সময় না কোন সময় গোলযোগ ঘটায় এই আশঙ্কায় তাহাকে কৌশল করিয়া বিষ খাওয়াইয়া নষ্ট করিবাতে পুলিস তাহার সন্ধান পেয়ে মহন্তকে আদালতে হাজির করে ও আদালত তাঁকে দোষী স্থির করে শে-সন চালান করেছেন। এ সংবাদ শুনে পর্য্যন্ত আমার আক্কেল গুড়ুম হয়েছে। পাঠকগণ, বলতে পারেন যে কেন? তার কারণ দুই প্রথম এই যে তারকে-শ্বরের গিরিবরের ঘানিঘুরোনা দেখেও কি এ মহন্তের জ্ঞান হয়নি, দুদিন থেমে গেলেইতো হতো, এমন টাটকা খোলায় গাচাললেন কেন? দ্বিতীয় এই যে মহন্ত বেচারাদের উপর যেরূপ অত্যাচার সুরু হলো তাতে বোধ হচ্ছে যে কলি বুঝি এই বারে উল্টালো—আর বামুন সুদ্দুর বাচ থাকলো না! "যস্মিন্‌দেশে যদা-চারঃ পারম্পর্য্যো বিধীয়তে" বিধিটি যদি মানতে হয় তা হলে মহন্তের দোষটা কি হয়েছে? দুই একজন সেবা দাসী গ্রহণ করাতে বা দু একটা ইল্-চিলোক মারাতেই কি এতদোষ? কি আশ্চর্য্য আজকাল লোকে ইংরাজী পড়ে খ্রীষ্টান হয়েছে, হিন্দু ধর্ম্মে এক-বারে জলাঞ্জলি দিয়েছে—দেখুন দেখি সেকেলে বড় বড় লোকেরা ব্রাহ্ম-ণের বাপন্ত খেয়ে গদ্গদ হতেন ও পদ-ধূলিও চরণাঘাত খেয়ে ফুলচন্দন জ্ঞান কত্তেন অধিক কি দেবদেব মহাদেবের গুরু বিপিনবিহারী বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণও ভৃগুমুনির লাথিতে চীৎপাত হয়ে পড়েও কিছু দোষ লন নাই; দেখুন সেকালে লোক গুরুকে না দিয়ে কিছু ভোগ ক-ত্তোনা স্ত্রীকেও অগ্রে গুরুকে দিত; ও গুরুর পাদুকা গৃহদ্বারে দেখলে আর গৃহে প্রবেশ কত্তোনা। আর এখনও হিন্দুরা ষোল বৎসরের নবযুবতি বধুর কর্ণে গুরুকে মন্ত্র দিতে ও একলা ঘরে পূজা শিখাতে দেন। অতএব বিবেচনা করে দেখুন যে মহন্তগণ গুরুর গুরু তবু তাঁদের উপর লোকের এত আ-ক্রোশ কেন? আমাদের এ কি নূতন? এরূপতো বরাবর হচ্ছে।

(৩) মেদনীপুরের জেলের দেশীয় জেলর, নেটিব ডাক্তর, নায়েব জেলর,

জমাদার ও বরকন্দাজেরা সঙ্গতিপন্ন লোকের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করা অপরাধে আদালতে তাহাদিগের নামে নালিস রুজু হয় ও বিচার স্থলে জবানবন্দীর সময় তাহারা বলিয়াছে যে তাহাদের মত অনেকে আছে তবে তারাই কেবল ধরা পড়েছে। এস্থলে পাঠকগণ একটী গল্প শুনুন! কলিকাতায় এক বিশিষ্ট ধনবান্ প্রসিদ্ধ গণ্ড মূর্খ ছিল ও সে ব্যক্তি নিজমূর্খতার বিষয় নিজে জ্ঞাত ছিল ও তাহা স্বীকারে বিমুখ হইত না। একদা সেই ব্যক্তি অপর কোন ধনাঢ্যের বৈঠক্খানায় উপস্থিত আছে, এমত সময় একজন সরকার এসে বল্‌লে যে সে সাড়ে দশগণ্ডা দরমা এনেছে তৎশ্রবণে ঐ ধনাঢ্য বাবু ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন " কি আমি তোকে ছুকুড়ি ছুই খানা দরমা আনতে বল্‌লেম আর তুই সাড়ে দশগণ্ডা আনলি? তুই এখনি দূরহ"। সরকার কহিল যে ছুকুড়ি ছুই খানা সাড়ে দশগণ্ডা হয়। তখন ঐ জানিত মূর্খ বলিল "ভাই হে বড় বড় ঘরে আমার মত সকলেই তবে আমি কেবল ধরা পড়েছি"। বোধ হয় তদারক করিলে জেলমাত্রেই অনেক ধরা পড়ে।

(৪) রাজা রমানাথ ঠাকুর ষ্টার আফ ইণ্ডিয়ার মান্য পাওয়াতে আমরা বড় আহ্লাদিত হয়েছি—যেহেতু অনেক দিনের পর মান্য একটী যোগ্য পাত্রে পড়েছে। আর এই সংবাদ পেয়ে অনেক হজুর মনস্তাপে জুজুরমত হয়ে পড়েছেন ও তাঁদের পারিষদগণ বলচেন "এখন গবর্মেণ্ট আর উপযুক্ত পাত্র দেখে মান দেন না, এই বলে ষ্টার ফেস্টারকে কেউ গ্রহণ করে না।" ও হজুররা অগত্যাতাই বুঝে মনকে আঁখিঠেরে বোল্‌ছেন "ওতে আর মাননেই"। এই সকল দেখে আমাদের ছেলেবেলা পড়া একটী কথা মনে পড়েছে—একটী শৃগাল একটী পক্ক আম্র দেখে খাইবার জন্য অনেক যত্ন করিয়া যখন কোনমতে নাগাল পেলেনা তখন বলেছিল "আঁম বড়তিক্ত"।

(৫) বাহাদুর হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবকে রাজা খেতাব দেয়াতে আমাদের সম্পাদক ভায়ারা কেউ বলছেন একে দেওয়া উচিত, কেউ বলছেন ওকে না দেওয়া বড় অন্যায়- কেউ বলছেন তাঁকে দেওয়া ভাল হয় নাই, তদ্দর্শনে গবর্মেণ্ট কতক গুলি রাজা খেতাবের জন্য বিলাতে ইনডেণ্ট পাঠায়েছেন ও এখানে গলি গলি গণ্ড গোল বেধেছে। আমরা কিন্তু এই অবসরে একবার সতর্ক করে দিচ্ছি যে দশহাজারি দিন, আর পাঁচ হাজারি দিন, এ খেতাব আবার ফেরে।

(৬) ধর্ম্ম রক্ষণী সভার সভ্যগণের ঐকান্তিক ধর্ম্মানুরাগের একটী প্রমাণ আমরা দিতেছি পাঠকগণ দেখুন ও তদ-

নুকরণেপ্রবৃত্ত হউন। নুড়িঘাটায় নূতন পাতুরে খোয়া দেয়া হওয়াতে উক্ত সভার জনৈক প্রধান সভ্য ভাবিলেন যে ঐ সকল নুড়ির সহিত শালগ্রাম শিলা থাকিতে পারে অতএব তাঁহার উদ্ধার আবশ্যক, কিন্তু কি করেন দিনে পুলিসের ভয়ে কোম্পানির নুড়ি সরাতে না পেরে রাত্রে শালগ্রাম বাচতে প্রবৃত্ত হন এবং দৈবাৎ তাঁহার উপর এক খানি গোগাড়ি পড়াতে একটী হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অতএব হে ভারতবাসিগণ, তোমরা এতদ্রূপ ধর্ম্ম রক্ষণার্থ দৃঢ়ব্রত হও।

(৭) বর্দ্ধমানের মহারাজ কালনায় ২০টী ভদ্র পরিবারকে তণ্ডুল যোগাতে আদেশ করিয়াছেন কিন্তু আমরা বলি যে তিনি যখন গোলাপবাগে ৫০টী অভদ্র পরি-বারকে আহার যোগাইবার ব্যবস্থা করেছেন তখন এই ২০টীর স্থানে ২০০০০ টীর তণ্ডুল সরবরাহ করার অনুমতি দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

(৮) ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির হাবড়া ইষ্টেসনে একজন চাপরাসী তত্রত্য কোন সাহেবের একখানি চিঠি লইয়া একটী প্রাচীরের ধার দিয়া যাইতেছিল এমত সময় একখান গাড়ি আসিয়া পড়াতে সে পলাইবার পথ না পেয়ে প্রাচীরটীর উপর উঠিতে চেষ্টা করে কিন্তু উঠিতে না পারায় তাহার পা ভাঙ্গিয়া যায় ও পরিশেষে প্রাণ ত্যাগ করে। আমার বাসন্তিক বল্‌লে যে ঐ চাপরাসীর মাগ নাকি—কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহার স্বামীর মৃত্যু জন্য নালিশ বন্দ হইবাতে তাঁহারা বলেন "এত অসাধান কেন ছিল খুব হয়েছে বেস হয়েছে, আবার হবে" ও চাপরাশির মাগ তদুত্তরে "হজুর সেতো গেছে তবে আবার হবে কি কোরে" বলাতে সাহেবেরা বোলেছেন "আর সে নেই তার যে আছে উসকো জাগা" এ মন্দ কথা নয়, চাপরাসীর জানা উচিত ছিল যে এদেশের রেলগাড়ি অশ্বমেধের ঘোড়ার বাবা, ছাড়াই আছে—তাহাকে এড়াতে গেলে এক এক জোড়া ডানা করা উচিত।

জয়মঙ্গল সিংহের নাচ।

আমাদের নূতন ছোটকর্ত্তার সন্তোষসাধনার্থ জয়মঙ্গল সিংহ একটী বল দিবেন বলিয়া ম্যাড়ার দলে বড় রগড় উঠেছে। এই নাচের উপলক্ষে কেমিনটা একেবারে স্মৃতিপথের বার হয়ে দাঁড়ায়েছে; সিংহ মহোদয়ের বাটীর সজ্জা বিধানার্থ ধুম লেগেগেছে, দাওয়ান কারকুন, মুহরি প্রভৃতি সকলে ভাল কোরে মাথা ছাড়িয়ে ছিস্তা কত্তে বসেছেন যেন চুলের ভাবনায় মস্তিস্ক গুলি গরম হয়ে না যায়। আর আস্‌বাবে আসুবাবে ধুলো

পরিমাণ কোথাও কারিগরেরা বোসে সোনালা রূপলা জরি দে মখমলের উপর কাজ করা মছলন্দ তৈয়ার কচ্ছে, কোথাও কলিকাতার অসলার কোম্পানির নিকট হইতে নীত ঝাড় দেয়ালগির সকল সহুরে ফরাসে সাজাচ্চে, কোথাও চিনে বাজারের রং বরং বেল লণ্ঠন বা কুঁড় (যাতে পশ্চিমেরা মরে আছেন) উজ্‌বুগ্ ওদেশি মুটেরা নামাবার বেলা ঠুন্ ঠান্ করে ভাঙ্‌চে, কোথাও পিতামহের আমলের তুলে-রাখা-মেরজাপুরী-গালচে বার কোরে ইন্দুর-কাটা মেরামত হচ্ছে, কোথাও পুরাণো চামর ময়ুর-ছোল সকল দোরোস্ত করা হচ্ছে কোথাও বা স্বর্ণ রৌপ্য আতর-দান গোলাপ-পাস ও পানদান সকল সাফ করা হচ্ছে। একেবারে যেন হুলস্থূল পড়ে গেছে "রামের মা পোঁদ পাতৃতে যায়গা পান না।" বাটীর সমস্ত মেরামত ও হলদে-মাটী, লাল-মাটী, প্রভৃতি যথা স্থানে লাগান হচ্ছে এবং পুরাণো চিটে পড়া মাতায়-ঠ্যাকা জানলা দরজা গুলি সিন্দূর ও রাঙ্‌তা দে প্রতিমের চালের চেয়ে ঝক মকে কর্‌ছে। পাড়ার সকল চ্যাঙ্‌ড়া ছেলে ও তাদের ম্যা ড়া বাবারা সিংহজীর দরজার সামনে তাক্ হয়ে দাঁড়ায়ে আছে, আর চোরদের বেড়ী লাঞ্ছনকারী নূপুর ও বেঁকি পায়ে এক মাথা সিদূর পরা খোট্টানিরা ভুট্টা ভাজা কাপড়ে নে ঝমর ঝমর করে একবার আসছেন একবার যাচ্ছেন। লোকে লোকারণ্য রথ দোল বা কোথা লাগে—"ছোট হজুর আবেগা, ইংরাজলোক আবেগা, মেহের বান্‌গিকা ঠিকানা কিয়া ?" এ দিগে বড় বড় পেট মোটা ধনী খোট্টারা চানা চিবনো ও চুঁলড়াই ছেড়ে রাম জামা পোরে, জগঝম্প বাজাওলার মত সেজে নাচের অভ্যাস কর্‌তে এসেছেন, এখন নাচ সেখায় কে ? তাই ভেবেই অস্থির, শেষে স্থির হলো যে জগদল সিং ও হরি চৌবে পূর্ব্বে হাওলদারী করেছিল ও এক্ষণে পেন্‌সন নে ঘরে বোসে আছে, তারা অনেক সাহেবের নাচ দেখেচে অতএব তাদেরী ডেকে শিক্ষা হোক। হরিচৌবে ও জগদল সিং উপস্থিত হলেন ও মতগর্বে বল্লেন "আও ভাই শিখো" ও দুই জন বড় বড় ভূঁড়ো পেটা নাচ শিখতে উঠলেন। প্রাচীন পেনসন ভোগী হাওলদার দ্বয়ের শরীরে আর কিছু ছিল না "মল্লের বুড়ো ছারের ছার" হয়ে পড়ে ছিলেন, কেবল থাকবার মধ্যে সেয়াগোসের মত চক্ষু ও উদ্‌বেরালের লেজের মত গোঁফই খাড়া হয়েছিল ; দুই চার বার ঐ আমার সমান খীনাঙ্গ দু জনের কোমোর ধরে এক, দো, তিন, বলে পা ফেলেই হাঁপায়ে উঠে বললেন "মঙ্গল ভাই এসা

পাথল্‌কা মাফিক ঝুলনে সে ন হোগা।” কিন্তু মঙ্গল ভাই ছাড়বার নয়, তখন নাচের ঝোঁক চড়েছে, ঘাড় বেঁকিয়ে ভুঁড়ি বাড়ায়ে ঝুলে পড়ে বল্লেন “এ কিয়াবাত্‌ ভারি ভারি মেয়কো সাথ নাচনে হোগা কসদ্‌ করো ভাই।” এই বেরেই ঠক্‌ঠকি পড়্‌লো ; শেষে হাসতে হাসতে কান্না না হলে বাঁচি।

স্নানযাত্রা।

এ পরবটী প্রায় মাঝারী দলের ইয়ার লোকেরাই একচেটে কোরে নেছেন। বড় বড় নাম জাদা ইয়ারেরা এটাতে পূর্ব্বে বড় আমোদ করেছেন ও এখন নামখাতায় উঠে ডাক সাইটে হয়ে প-ড়েছে। যারা সকল ইয়ারকির পথে নূতন কাক তাদেরই এটা বড় দরকারি, একখান গহনার নৌকা বোঝাই কোরে মেয়ে মানুষ্‌নে দুচার বার স্নানযাত্রায় যেতে না পাল্লে ইয়ারের দলে নামজারী হবার যোনাই ও পুরাণা কুরুচেরা তা না হলে কল্কে দেবেন না। স্নানযাত্রার জন্য সকলেই অগ্রের দিবস রাত্রে কলিকাতা থেকে রওনা হয়। তা এবার রবিবারে স্নানযাত্রা পড়াতে বড়ই সুবিধে হয়েছিল, অনেক চাকরেকে সাহেবের নিকট বাপের ব্যামো হয়েছে বলে ছুটি নিতে হয়নি। শনিবারের রাত্রে সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে যাত্রা কোরেছিল —সকলেই সরঞ্জাম আপন আপন সাধ্য মত কোরেছিল—তিলকাঞ্চন থেকে দান সাগর পর্য্যন্ত বল্‌লে বলা যায়। কিন্তু রবিবারের সকাল বেলা সহরে বড় রগড় উঠেছিল—মল্লিকদের ষোল বছরের ছেলেটীকে রাত্রে না দেখতে পেয়ে তাঁর মা কেঁদে কেটে পড়ে আছে, দত্তদের মেজকর্ত্তা লোহার সিন্দুকে এক তোড়া টাকা কম দেখে বুকে হাতদে পড়েছেন, শীলদের সেজবোর হাতের খাড়ুগাছটা পাওয়া যাচ্চেনা, ঢোলেদের হাতবাক্সটি খিড়কির দ্বারে ভাঙ্গা পড়ে রয়েছে, নাপতেদের লালপেড়ে কাপড়খানি পাওয়া যাচ্চেনা, সেকরাদের পাত্‌কোতলার ঘটিটী হারায়েছে। এইরূপ গণ্ডগোলে সহর ভরা—স্নানযাত্রার এই কি ধর্ম্ম ?

কলিকাতা।

কলিকাতার কবো কথা শুন সভাজন।
পিরান চুরুট বুট চসমার আড়ন॥
রাসলীলা হয় এ নগরে বার মাস।
জড় আছে যত সং দেখে ভর আশ॥
গেছে লোক সাবেক ধরণ গুলো ভুলে।
লপেটা পাদুকা আর বাবরি কাটা চুলে॥
কোথা থেকে আসিয়াছে নিয়ম নূতন।
থাকিলে আপন ভাবে তুষ্ট নহে মন॥
কেহবা বামন হয়ে চাঁদ নিতে চায়।
নিয়ত লোকের কাছে শত লাজ পায়॥

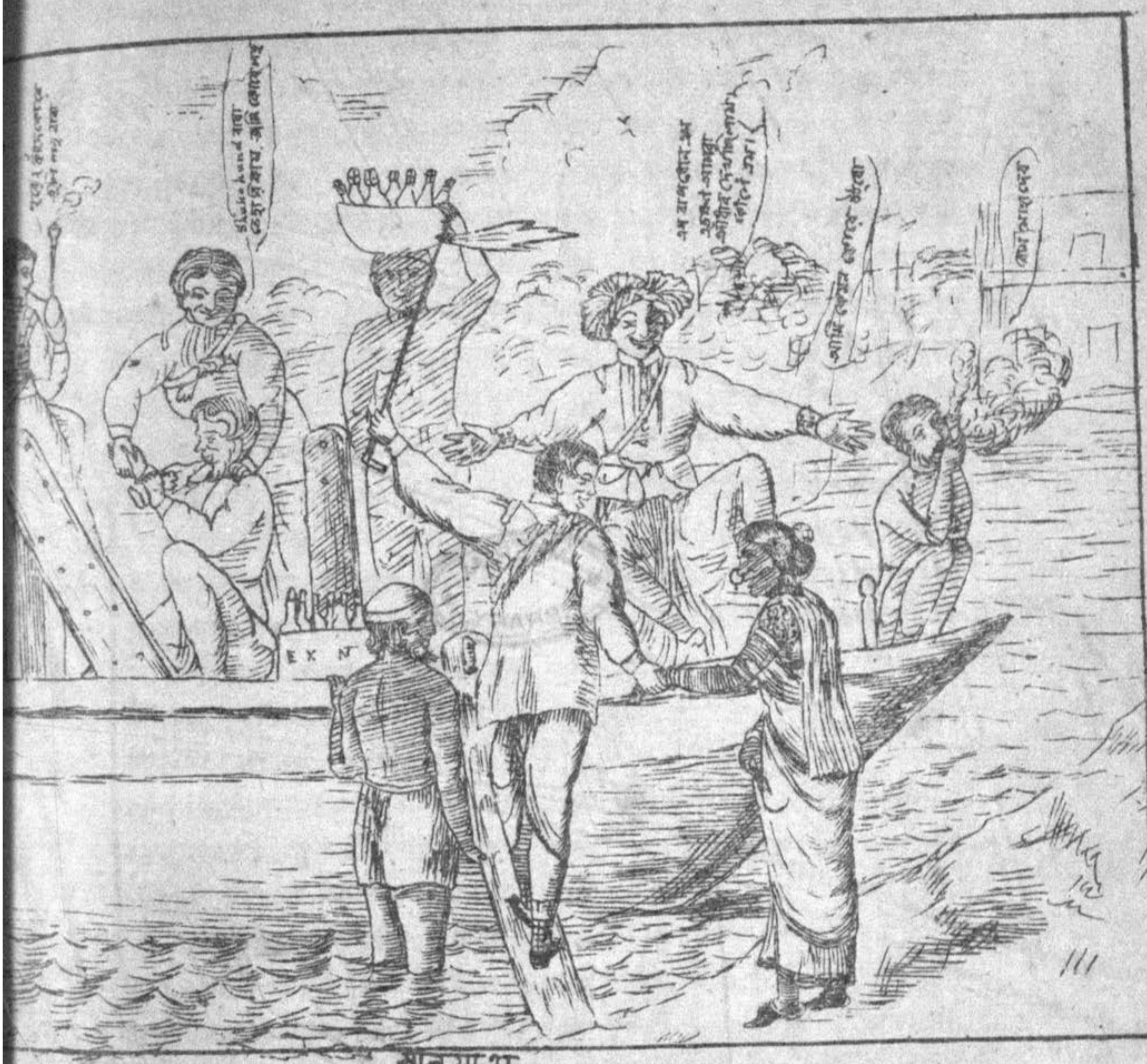

স্নান যাত্রা

লেজের কুণ্ডলি করি বসি তদুপর।
তাল তরু শিরে যেন হনূ বীরবর॥
রঞ্জিয়া সিন্দুর চুন কালিযোগে মুখে।
ভাঁড়ামি করিতে চাহে কেহ মন সুখে॥
ডেকে লোকে বলে কেহ আপন মহিমা।
রচিয়া কবিতা কেহ লভেন গরিমা॥
মাতিলে মাৎসর্য্য মদে এমূনি সবে হয়।
থামিতে পারে না মনে আগে যেতে চায়॥

জ্যৈষ্ঠ মাস।

পুরাণ কবি ও রসিক লোকেরা মধু মাসের গুণেই মরে আছেন কিন্তু আমরা তা নয়। তাঁদের যদি উদরের দিকে নজর থাকতো তা হলে কখনই মধু মাসের প্রতি এত সন্তুষ্ট হতেন না। দুটো অম্র মুকুল, চারটে গোলাপ ফুল বা একটু ফুরফুরে দক্ষিণে হাওয়া দেখলেই আমরা ভুলিনে—কাযের খবরটা আগে নিই। যদি বাস্তবিক গুণ ধরা যায় তো জ্যৈষ্ঠ মাসই মাসের রাজা—আহার বিহার, আমোদ আহ্লাদে এটী চাদা। প্রথম হলো দশহরা—তার আর আহ্লাদের সিমা নাই—সে দিনত "লুচি মণ্ডা ছকাছকি পচ্চি হয়ে গেল" আর পরদিন ডাক্তার বাবুদের গালভরা হাঁসি দেখেই পূর্ব্বদিনের আহারের তারতম্য অনুভব করা শক্ত নয়। তার পর এলেন ষষ্ঠীবাঁটা এটার যে রস তা বলতে গেলে ব্রহ্মার চারমুখেও ফেকো পোড়ে যায় তাই অধিক কিছু না বোলে একটী কবিতা মাত্র তুলেদিলেম—

জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীবাঁটা,
ঘরে ঘরে বড় ঘটা,
শ্বশুর বাড়ি নিচ্ছে কোঁটা,
গিয়ে যত ষষ্ঠী দাস।
ছড়কো বৌ কাঁদে ডরে,
ফোচ্‌কে জামাই বেশ্ করে,
বুড়োর চুল কলপ্ ধরে,
স্ত্রীহীনের সর্ব্বনাশ।

তার পর স্নানযাত্রা—আহা স্নান যাত্রার কি মহিমা, হাপবুট কামিজ পরা সাহেবি মেজাজের বাবুরাও ভক্তিতে গড়াগড়ি দেন। আমোদের বিষয় তো এইরূপ, তাতে আবার আহারের সুবিধা হওয়াতে সোনায় সোহাগা হয়েছে। ফলসা, বেঁচ, জাম, নিচু, গোলাপজাম, মণ্ডা জাম, তাল শাঁশ, তরমুজ, ফুটি দেখেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আর মধুময় আম্রের বাখান কে করবে, ঝোল, অম্ল, চচ্চড়ি যা বল তাই হয়, একাই একশ—আহা আঁমের গুণ স্মরণ কল্লে ইচ্ছা হয় যে পবন পুত্র হনুমানের গোলাম হয়ে থাকি।

নশিরাম বাবু।

এবার বড় গোল, নানা কথার অাঁ-ন্দোলনেই সব ভরে গেল, নশিরাম বাবুর কথাটা লেখবার ফুরসোদ পে-

লেম না। যাহোক যে আরম্ভ অমনি শেষ করে শ্রোতাগণকে বিরক্ত না কোরে, আসচে বারের জন্য তুলে রাখলেম; অবকাশ মত বাগিয়ে বলতে হবে।

বসন্তক সম্বন্ধী নিয়ম।

১। প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শেষ দিনে বসন্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

২। ইহার মূল্য ডাকমাসুল সমেত বিদেশীয় বার্ষিক ৩।৶০ ; দেশীয় অগ্রিম ৩ টাকা, মাসিক ৷৷০ আনা।

৩। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বসন্তক বিদেশে প্রেরিত হয় না। অগ্রিম মূল্য স্বরূপ প্রেরিত ডাক ষ্ট্যাম্প হইতে টাকা প্রতি বিক্রয়ের খরচা হিসাবে /০ আনা গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা ৩৷৷/০ পাঠাইবেন, তাঁহারা ৩।৶০ আনার প্রাপ্তি স্বীকার পাইবেন।

৪। বসন্তকের সম্বন্ধী পত্রাদি কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নম্বর সুচারু যন্ত্রালয়ে শ্রীকিশোরিমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিতব্য।

৫। বসন্তক কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতিপংক্তি ।০ আনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু চারিবারের পর হইতে ৶০ গৃহীত হয়।

মূল্যপ্রাপ্ত।

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল দাস মারিয়ান আশাম ... ৩।৶০

শ্রীযুক্ত বাবু কমলকৃষ্ট সিং শর্ম্মা সুসঙ্গ দুর্গাপুর ৩৶০

" " অচ্যুতচরণ দাস নবিগঞ্জ শ্রীহট্ট ৩।৶০

" " রমণীমোহন ঘোষাল বাঙ্গালা সম্পাদির পিরনগর গাজিপুর ৩।৶০

" " শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী হেড ক্লার্ক ডেপুটী কমিসনার আপিস জলপিগুড়ী ৩।৶০

" " কালীনারায়ণ সান্যাল ময়মনসিংহ ২

" " শ্রীশ্রীনারায়ণ সিংহ মসীপুর রাজবাটী মুরসিদাবাদ ... ... ৩।৶০

" " কালীকৃষ্ণ পরামাণিক কলিকাতা ৩

" " ভোলানাথ দত্ত ঐ ... ৩

" " রাজনারায়ণ দে ঐ : ৩

" " দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ঐ .. ৩

" " সুরেন্দ্রকুমার মিত্র ঐ .. ১

" " যোগেশপ্রকাশ গাঙ্গুলী ঐ ... ৩

" " শুকপ্রসাদ ঘোষ ঐ ... ৩

" " লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ঐ ... ৩

" " অখিলপ্রকাশ গাঙ্গুলী ঐ ... ৩

" " যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ঐ ... ৩

" " রাধানাথ মল্লিক ঐ ... ৩

" " উমাচরণ মিত্র ঐ ... ৩

" " হরচন্দ্র ঢোল ঐ .. ৩

" " তারাচরণ গুহো ঐ ... ১৷৷০

" " নীলমাধব মিত্র ঐ . ১৷৷০

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

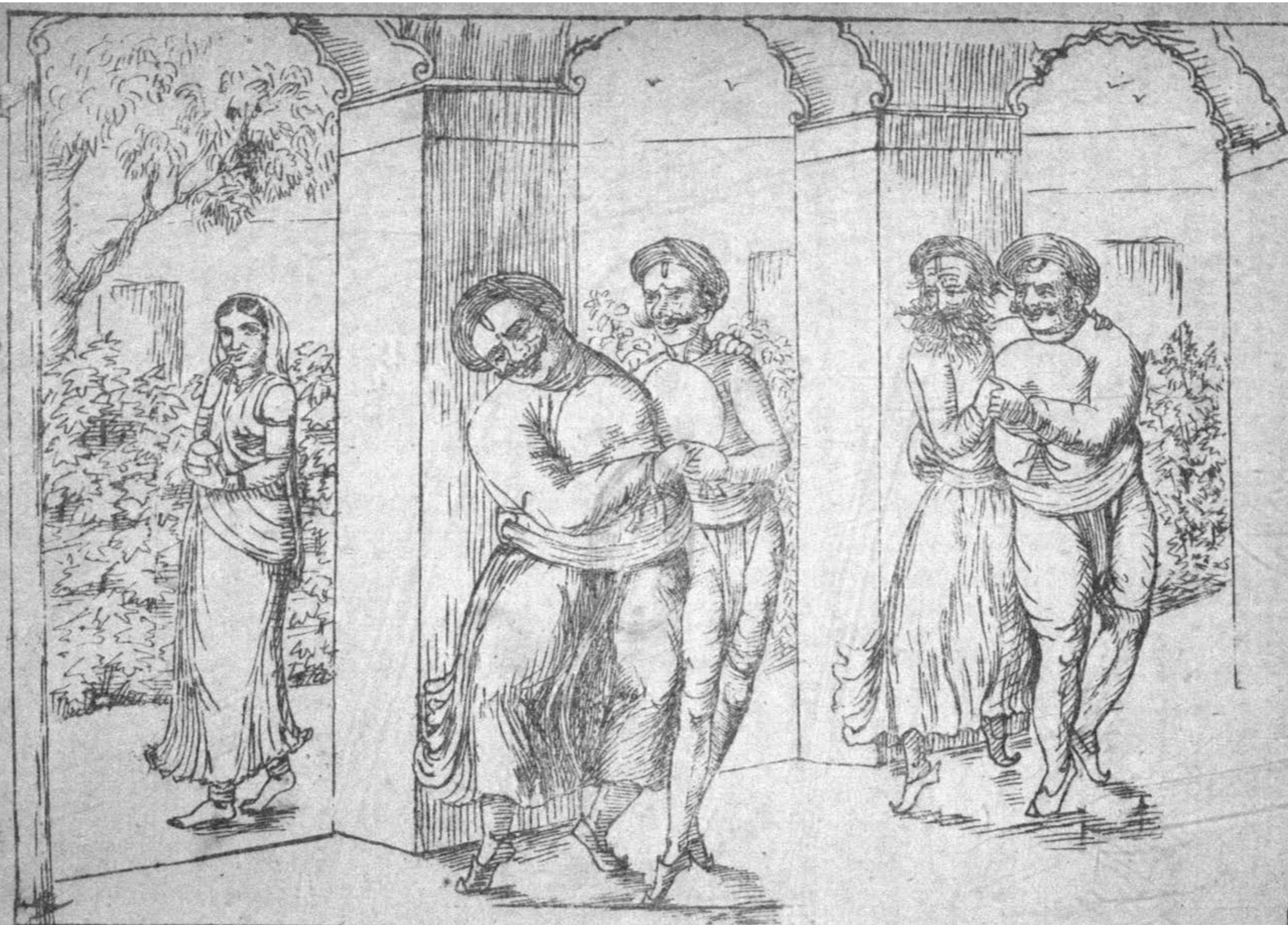

Native Preparations for Joymul Sing's Ball

এক দো তিন ; [illegible]

[illegible]

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীয়ু হাস্যাভিযুক্তং মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং ॥

সপ্তম সংখ্যা।

ডাকমাশুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

জ্যোতিষশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের কোন একটি দুরুহ গণনা শেষ করণার্থ যে রূপ আগ্রহ জন্মে; মাষ্টারেরা উপরকার ছেলেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্লে নীচেকার ছেলেদের যেরূপ উত্তর করে উঠিবার জন্য ব্যগ্রতা হয়; পল্লিগ্রামবাসিনী যুনীদলের পতি আস্‌চেন শুনে যেমন ঔৎসুক্যের উদয় হয়; চতুর্থ পক্ষের সংসার গ্রাহীর মন শয্যায় শয়ন করিলে যেমন প্রাণপ্রিয়া কতক্ষণে আসে কতক্ষণে আসে কত্তে থাকে; মেয়েমানুষের পেটের কথা বার্‌হবার জন্য যে প্রকার গুল গুল করে, আফিন্‌জীর মৌতাত কাল উপস্থিত হইলে আফিনের ডিপের প্রতি যেরূপ মন ধাবমান হয়; ইস্কুলের গবা গোমূর্খ ছাত্রের যে প্রকার ছুটির ঘণ্টার জন্য কাণ খাড়া হয়ে থাকে; নূতন পালক ওঠা ইয়ার গোচ ছেলেরা বাবা ব্যাটার মরণের জন্য যে রূপ ব্যস্ত হয় আমিও সভ্যগণকে আরবার একটা কথা কয়ে সেইরূপ করে রেখেছি।

আমি গতবার থেকে আপনাদের নশিরাম বাবুর সম্বন্ধে যে কৌতূহলটীকে উদ্দীপ্ত করে রেখেছি বোধ হয় এখনো তা পুড়ে খাক হয়ে যায় নাই, তেল পেলে তাজা হতে পারে এই ভরসাতে ছিলেম। যা হোক এবারে আর বিলম্ব না কোরে গোড়া থেকেই তাঁর কথাটা বলেফেল্‌ছি।

সভ্যগণের অনেকে ছেলেবেলা তাঁতি ঝি বুড়ীর কাছে "পালপাব্বন পেলে নশিরাম জুতা করেন চুরি" প্রভৃতি যে সকল নশিরামের কথা শ্রবণ করেছেন এ সে নশিরাম নন।

নশিরাম বাবু এক জন যে সে নন, যে আমি একেবারে তাঁর আধুনিক অবস্থাদির কথা বল্‌তে সুরু করবো—ইনি একজন মহাশয় লোক, ছেলেবেলা থেকেই ইহাঁর মহত্বের অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল; যেমন শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া মুখমধ্যে জগৎ দেখান, স্তনপানে পূতনা বধ প্রভৃতি কার্য্যে ভগবানত্ব বাল্যকালেই অনুভূত হইয়াছিল, তেমনি নশিরামবাবুর বাল্যকালিক কার্য্য সকলেই তাঁহার যৌবনাবস্থার মহত্ব টাওরানো গেছেলো। তিনি বিদ্যালয়ে পাঠকালে চ্যাঙড়া বোলে ছোট ছেলেদের অবজ্ঞা কত্তেন ও বুড়ো বুড়ো ছোকুরাদের সঙ্গি হয়ে লক্ষীনারান, ব্যাচারাম, নদের চাঁদ প্রভৃতি তর বতর পণ্ডিতদের টিকী ধোরে অথাসুর বকাসুর প্রভৃতির মত বধ করিতে যেতেন; আর সেই পাষণ্ড পণ্ডিতদিগের অভিযোগে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধান শিক্ষক বেত্রাঘাত করিলেই ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে মাতৃভূমি প্রিয়তা প্রদর্শন করিতেন। পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার মহত্বের লক্ষণ সকল দেদীপ্যমান হয়ে উঠ্‌তে লাগলো; ইস্কুলের পড়াসকল অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান হইতে লাগলো; নিঃসার ভুজরী অঙ্ক শাস্ত্রে বিরক্তি হলো—ফিলজফি ও লিটরেচরের দিকে নজর পড়্‌লো। নশিরাম বাবু বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলি বুড়ো হকারকে দিয়ে হামিলণ্টনের মেটেফিজিক বদল নিলেন, আর মিণ্টন সক্ষপির, কমটি, ক্যাণ্ট প্রভৃতির মোটা মোটা গ্রন্থ হাতে কোরে এক একরার সহাধ্যায়িগণকে দেখা দিয়ে লাইবেরী ঘরে চোকে সচমা লাগায়ে বস্‌তে আরম্ভ করলেন—মাষ্টার ব্যাটারা যে কেবল ছেলেগুলোর মাথা খায় সেটা ধ্রুব বিশ্বাস। এখন আর নশিরাম বাবুর ফুরসোধ নাই, আজ অমুক ক্লবে, আজ অমুক সোসাটিতে, কাল ওখানের লেক্‌চরে, পরশু সেখানের মিটিঙ্গে এটেণ্ড কর্ত্তে লাগলেন—বক্তৃতায় উড়ুনি বগলে লুটি করাই থাকে, চুলগুলো আঁচড়াবারও অবসর হয় না। ক্রমে২ ছোক্‌রা মহলে নশিরাম বাবুর নাম জাহির হতে লাগলো। এদিকে বিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় ভুজরি না কোত্তে পেরে নশিরাম বাবুকে আর এক জনের নকল কত্তে দেখে প্রধান শিক্ষক নাম কেটে দিলেন; কিন্তু ছাত্রেরা হাবা নয় বুঝ্‌তে পেরে বল্‌তে লাগলো "আরে অঙ্কে কি হবে, নশিরাম বাবু ফিলজফি ও লিটরেচারে অদ্বিতীয়।" নশিরাম বাবু এক্ষণে আর যে সে নন, কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যে হয়ে পড়লেন—বিদ্যার সীমা নাই রাত দিন মস্গুল থাকেন, রাস্তায় চলবার সময় সাটের বোতাম খোলা ও শাল উল্টা গায়ে দেয়া থাকে, বিদ্যা-

"বেরো, আবাগের ব্যাটা বেরো, ছুঁয়ে শুয়ে তোমার দেশের উন্নতি করা ?"

তেই মত্ত ও সকল দেখবার সময় হয় না। এই রকমে নশিরাম বাবু বিদ্যা- মোদী ও দেশহিতৈষী হয়ে ঘুরে বেড়ান, সংসারের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। বুড়া বাপ হৌসওলার বাড়ীর গুদাম সরকারী করে, পূর্ব্বে যা কিছু এনে- ছিলেন তা কলসির জলেরমত ঢালতে ঢালতেই শেষ হলো—কষ্টের আর সীমা নাই—বাড়ীখানির বালিকাম খসে পড়তে লাগলো, দুই একটী কড়ি আড়ি- য়েল ঘোড়ারমত ঝুঁকে পড়াতে ঘোঁটা লাগাতে হলো—দরজার আল নিব্‌লো। এসকল দুঃখে কাতর হয়ে নশিরাম বাবুর বৃদ্ধপিতা তাঁহাকে মাঝে মাঝে বল্‌তে লাগলেন "ও নশি তোকে লেখা পড়া শেকায়ে কি শেষ দশায় অনাহারে ম- রবো? করিস কি কেবল হোহোকরে বেড়ালে হবে কি, সংসার যে অচল হলো—আমরা বিদ্যা না শিখে যে এ চ্চেয়ে ভাল ছিলুম; আর এখন তোরা উপযুক্ত হলি তবু আমি আর কোথা থেকে চালাব? তোদের বয়সে যে আ- মরা দশজনকে ভাত দিছি।" নশিরাম বাবু এ শুনে সামনে কিছু না বোলে মনে মনে "ড্যামফুলের মত কথা—রোজকার করলে বা কতক গুলো আইডেল লোক- কে খাওয়ালে কি হয়? তাতে কন্ট্রীর গুড কি?" ইত্যাদি ভাবের আন্দোলন করিতে থাকেন। ইতমধ্যে এক দিবস নশিরাম বাবু কোন সভায় ফ্রেটরনিটি, ইকোয়ালিটী ও ফ্রীডমের উপর সন্ধ্যা- কালে লেকচার দেন এবং স্বদেশানুরাগ ভরে গৃহে আসিয়া ভূমে শয়ন করিয়া মনে সেই কথার তোলাপাড়া কচ্ছিলেন এমত সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী আসিয়া তাঁহাকে ভূমে শয়ান দেখিয়া বলিলেন "নাথ ভূমে যে?" নশিরাম বাবু উত্তর করিলেন "ভূঁই কি? জননী মাতৃভূমির ক্রোড়!" সহধর্ম্মিণী স্বামী পাগল হয়ে- ছেন ভেবে কর্ত্তাকে গে জানালেন। কর্ত্তা সেদিন ঘরে আহার অল্প থাকাতে নিজে আহার করেননী—একে ক্ষুধায় পেট জ্বল্‌ছিল তাতে আবার পুত্রের পীড়ার কথা শুনে আস্তে ব্যস্তে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও পুত্রকে শয়ান দেখে কাতর হয়ে বল্লেন "নশি একি ভূমে কেন?" পুত্র উত্তর দিলেন "মহাশয় ভূঁই বলে অবজ্ঞা করিবেন না, মাতৃভূমির এতেই এত দুরবস্থা। মাতৃভূমির হিত- করুন, ফ্রেটরনিটী, ইকোয়ালিটী ও ফ্রিড- মের চেষ্টা করুন্।" তখন বৃদ্ধ বেচারার আর সহিল না; কোপভরে এক পদা- ঘাত করিয়া বলিলেন "তবেরে নির্ব্বং- শের ব্যাটা, বুড়োবাপ খেতে না পেয়ে মরতে বসলো, আর মাতৃভূমির জন্যে তোমার বড় ভাবনা পড়ে গেল! বেরো আবাগের ব্যাটা বেরো, ভূঁয়ে শুয়ে তোমার দেশের উন্নতি করা?"

ঘরো বাবুর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

গাড়িগে পেঁড়োয় দাঁড়ালো পাতসার এখন চোকের করকরাণী ভাল হয়েছিল, তাড়াতাড়ি ইতিবৃত্ত গ্রন্থখানি খুলে বস্‌লেন, কিন্তু দেখেই আক্কেল গুড়ুম্‌ হলো যেহেতু লেখা ঢের লম্বা লঙ্কাপোড়ার ল্যাজের চেয়েও বড় কি করেন হড়বড়ায়ে পড়ে চলুলেন,—পেঁড়ো এক কালে হিন্দুরাজবিশেষের রাজধানী ছিল, তখন পাঁচ কুশী পাঁচিল ও গড়ে ইহা ঘেরা ছিল একণে সামান্য গ্রাম হয়ে বামন অবতারের মত খর্ব্বদেহ হয়েছে। গাচপালার ভিতর দে দূরথেকে গ্রামটীর একটু আদটু দেখা যায়, আর চোদ্দো-সাকের মাঝে গুলপরামাণিকের মত কেবল ৮০ হাত উচ্চ মসিদটী ছাতাপড়া মাতা জাগায়ে আছে। এ মসিদটী কমদিনের নয়, ঢাকা, রাজমহল ও মুরশিদাবাদের জন্ম ও মৃত্যু দেখেছে, এবং যদিও খুদে খুদে ইটে গড়া তবু বোধ হয় আর ৫০০ বৎসর অনায়াসে দেখবে। পেঁড়োর হিন্দুরাজার অনেক বয়সে (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে) একটী ছেলে হওয়াতে রাজবাড়ীর মুন্সীজী একটী গোবধ করাতে সকল হিন্দু খেপে উঠে যে অগ্নি কুণ্ড জ্বালে তাহাতে বহুদিন বহু শবদাহনের পর তত্রত্য হিন্দুরাজত্বের সৎকার হয়েছিল। কেহ কেহ বলেন যে পেঁড়ো মুসলমানদের হস্তগত হওয়া ভার হতো যদি তারা গোমাংস দে তথাকার অমৃত কুণ্ডটী অপবিত্র না করতো কিন্তু সে কথা টা সাহেবরা মানেনা তাঁরা বলেন যে গোমাংস তো স্পঞ্জ নয় যে কুণ্ডটীকে শুসে ফেলবে। এখানে মসিদটীর ৬০ চুড়া ও তার গায়ে যে একটী লোহার দণ্ড আছে সেটী দেখে অনেক শ্বেতপুরুষে তাক হয়ে থাকেন বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনের বিদ্যুৎ পরিচালক দণ্ড বার করা যে ঘুরে যায়, বাবার বাবা আবার কোথা থেকে এলো! কিন্তু পীর মুরিদ প্যাকম্বর প্রিয় নেড়েরা ফস করে তার কাটান করে দেন যে সেটা সফির ছড়ি হতেও পারে আমাদের রামায়ণের দ্বিতীয় বীর চিরজীবী চাইকি উদয় হয়েছিলেন। পেঁড়োর পিরপুকুরের কুমিরটী ফলার প্রিয় বামুনদের চেয়েও পেটার্ত্তি। ফতে খাঁ বলে ডাক্‌লেই গাভাষাণ দিয়ে ঘাটে আসে ও দর্শকদিগের কোমল মাংস দেখে পীরের মাহাত্ম্য ভুলে গে আতপচালের গাদির সামনের ভ্যাড়ার মত নোলা নাড়তে থাকে ও কিছু না কিছু একটা না পেলে ফেরে না। পেঁড়োর যুদ্ধের কথাই ঢের লেখা কিন্তু তাহার অধিক না পড়ে পাতসা দেখলেন শেষে লেখা আছে এ পাণ্ডুয়া বাঙ্গলার ইতিবৃত্তের পাণ্ডুয়া নয়। এ সকল দেখে

জয়পুরের মহারাজ উদয়পুরের রাণা ইন্দোরের হুলকার

A Rough Sketch of the main Entrance of the Pavalion. Just before the PRINCE's arrival. as taken by our Artist. Reception Committee in full expectation.

বেন গেছের আটচালার সম্মুখে আহ্বানকারীরা যুবরাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। অবিকল নকল।

পাতসা ভাবতে লাগলেন "পেঁড়োয় —এলেম' কথাটা লোকেকেন বলে? অমনি সূক্ষ্ম বুদ্ধিটী বলে উঠলো "কাওয়াজ ক'রে মুসলমানদের ভয় দেখাতে।" পেঁড়ো মুসলমানদের একটী তীর্থ স্থান, মাঘ মাসে এই স্থানে অনেক দূর থেকে নেড়েরা পীরস্থানে কুরুণিসকত্তে আসে, আর পেঁড়োর লড়ায়ের প্রধান বীর শাসফির দোয়া মাগে। এখন যেরূপ এস্থানটীর নাম নেড়েরা ছাতি ফুলয়ে গোঁপ চাড়া দে কন, পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা এইরূপে কহিত যেহেতু এখানে ৬১ জন হিন্দু রাজা ক্রমান্বয়েশাসন কোরেছিলেন। পেঁড়োর তারকেশ্বরের গুণ কিছু কিছু আছে; এখানের একটী পুকুরে বাঁজাবধূরা অদৃষ্ট পরক করেন। পাতসাবরের এক খো, য়ে, স্থানের নামোৎপত্তির দিকে বিলক্ষণ নজর রাখেন সুতরাং পেঁড়োর নামটীরও আদ জানাবার জন্য সহচরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পেঁড়ো হলো কেন? একজন বল্লেন পাঁড়কুমড়ো থেকে পেঁড়ো নাম হয়েছে; কিন্তু পাতসা তাতে ঘাড় নেড়ে বললেন "না এখানে যে ২০০০ ঘর নেড়ে আছে তাদের ভুঁড়ো পেট ও হেঁড়ে পাগড়ী থেকেই পেঁড়ো নাম হয়েছে। পাঁড় অর্থেই বড় যেমন পাঁড় শশা"। এমন সময় গঙ্গাসাগুরে ঢেউয়ের মত একটী ভাব পাতসার মনে উঠলো এবং দর দরিত নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন "আহা সাগার-সমীর-সেবী অমৃত-গর্ত্ত নারিকেল ইহার উত্তরে আর হয় না; ইণ্ডিয়ান সোডাওয়াটারের নাম এই অবধিই প্রস্তত।" এদিকে লোহার ঘোড়া তড়বড়িয়ে বেরলো, নাকের ফোঁড় ফোঁড়ানির শব্দইবা কি! কামিনীপ্রিয় গ্রন্থবন্ধ করে দৃশ্যের প্রতি ফিরলেন। এখন দেখলেন যে আর সে সহর ঘাঁসা চাল নাই, দৃশ্যটী নিতান্ত পল্লিগ্রামের। যদিও রেল হওয়াতে খেত ও বাগানের মাঝে মাঝে দুএকটী পাকা বাড়ী দেখা যায় তথাপি সেই পূর্ব্বকার অবস্থার অনেক ভাব পাওয়া যায়। সহর সন্নিকটস্থ স্থানের নিঃশঙ্কতা আর নাই; বাটীর চারধারে ঘেঁস বাগান, প্রাচীর গুলি উচ্চ, দ্বার লোহার গুলম্যাকমারা ও ছাতের পাঁচিলে ইট পাথর জমা করা—এসকল রেতের রবাহুতদিগের অভ্যর্থনার্থ। পাতসা তো দৃশ্য দেখতে লাগলেন এই অবসরে সভ্যগণ তাঁর সঙ্গীদের কিছু শুনে নিন। সঙ্গী পাঁচজন পার্ব্বতীপতি, পৃথিবীপতি সাতু বরাট, জগন্নাথ, ও তেয়ারী; কে কি তা ক্রমেই জানাব, পালা মাফিক হলেই ভাল হয়। এমন সময় গাড়ি বৈঁচিতে পোঁছিল কিন্তু পাতসা আর গ্রন্থ না খুলেই চুরস্থিতা দেবীপুরের ৪॥ হস্ত উচ্চ উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি কালীকে উদ্দেশে প্রণাম কর্ত্তে কর্ত্তে গাড়ির গড়

গড়ানি স্থরু হলো। যান ক্রমে বেগে চল্লো, পাতসার দেহ বিলক্ষণ ছুলতে লাগলো,তিনি কিঞ্চিৎ পরে শয়ন কল্লেন কিন্তু অশ্ব যানারোহণ অভ্যাস জন্য বসিয়া বিশেষ ক্লেশ বোধ হয় নাই এক্ষণে শয়ন করায় বড় ক্লেশ হতে লাগলো, মস্তিষ্ক স্থান দোলায় মান, মর্ম্ম স্থান হুড়্ হুড়্ এবং নাড়ীর দ্রুত গমন হইতে লাগিল, কাযেই নিদ্রা হইল না, কি করেন একবার উঠেন এক-বার সোন এবং মাঝে মাঝে সমভিব্যা-হারীগণের চোকের কাছে গে দেখেন ঘুমুচ্ছে কি না। এইরূপে কিছু পথ গেলে পাতসার নিতান্ত বিরক্তি ও কষ্ট বোধ হতে লাগলো—সময় কাটবার উপায় না পাইয়া যখন বড় দেক্ বোধ হয় তখন এক একবার তমাক খান এবং তাতেই যৎকিঞ্চিৎ সাশ্রয় বোধ হয় তদ্ভিন্ন আর উপায় ছিল না। সমভিব্যা-হারী পাঁচজন কিন্তু সব চোদ্দোপো; আর পরের বর্ণনায় সভ্যগণ বুঝবেন যে তাদের দ্বারা পথের ক্লেশ কমেনা—অল্প মানুষ ও অধিকাংশ ভূত। পাত-সাও বড় ফেলা যাননা, দুয়ের মাঝা মাঝি ছিলেন বলিলে বলা যায়! তাঁহার ভ্রমণ কারিত্বের বিশেষ পরিচয় এস্থলে দেওয়া কর্ত্তব্য; তিনি বাল্যকালে দুই তিন বার মাতুলালয়ে গমন করিয়াছিলেন—সে প্রায় কলিকাতা থেকে ১০ ক্রোশ হবে—কুমার নগর, পানিহাটী, ফরেস-ডাঙ্গা, হুগলী, কাঞ্চনপল্লী প্রভৃতি স্থানেও এক আদবার গিয়াছিলেন। সাহসটাও কম নয় রেলগাড়ি হবার দুই বছরের মধ্যেই তাতে চড়ে ছিলেন ও ডিঙ্গীতে গঙ্গা পার হয়ে কাঞ্চন পল্লীতে যান, কিন্তু সেতায় সন্ধ্যার সময়ের উচিঙ্গার চির্ চির্ ও শৃগালের হুয়া হুয়া রব শুনেই মূর্চ্ছা যান—যাহোক এখন সে-টাও সয়েছে। পাতসার অনুসন্ধিৎসা কম নহে বর্দ্ধমানে গিয়ে মালিনীপোতা, বিদ্যাপোতা, বকুলতলার বান্ধাঘাটের তত্ত্ব করিয়াছিলেন এবং এক মুসলমা-নের গোরের খোদিত লিপির নকল লন। এখন সভ্যগণ বুঝেছেন যে এব-ম্প্রকার ভ্রমণকারীর সমস্তরাত্র বাষ্পরথে গমন কত ক্লেশকর—তায় আবার বাটী হইতে আগমনকালে ভয়ে ভাল করে আহার করেন নাই কেবল একখানি লুচি ও একটী মোণ্ডা খেয়েছিলেন। এইরূপ কষ্টে মেমারী পার হয়ে গাড়ি চলিলো—কিন্তু বড লোকের অনেক কষ্ট শয়না বলেই আজ এইখানে নিবৃত্ত হওয়া গেল॥

ক্রমশঃ।

হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী।

মা কালী তোমাকে চিরজীবী করে

রাখুন। ছেলেটীর কি অগাধ বুদ্ধি, কি, তর্ক শক্তি, আমায় বাঁচায়েছে,দেশ রক্ষা করিয়াছে। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন, তুমি বেঁচে থাক।

বা—ও ঠাকুর আজ কাহার উপর সদয় হইয়াছ। কাহাকে এত আশীর্ব্বাদ করিতেছ। কে বুঝি উদর পূর্ত্তী করিয়া চারিটি আহার দিয়াছে তাইতে তাহার প্রতি এত সদয়।

বস—ব্রাহ্মণি, আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদককে আশার্ব্বাদ করিতেছি; তিনি রক্ষা করিয়াছেন; দেশের অর্ব্বাচিনেরা এক ধূয়া ধরিয়া দিয়াছে যে আমাদের বাহুবলের প্রয়োজন, যুদ্ধ শিক্ষা করা উচিত, আবার গবর্ণমেণ্ট তেমনীই নির্ব্বোধ, তাঁহারা এই উল্লুকদিগের কথা শুনিয়া হুকুম দেন যে এদেশীয়েরা সৈনিক দলে প্রবেশ করিতে পারিবে। আমার এই সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া পেটের পিলে শুখাইয়া যায়; আহার নিদ্রা সকলই বন্দ হয়। মনে মনে ভয় হয় বৃদ্ধ অবস্থায় অদৃষ্টে কত কষ্টই আছে। আজ বৎসর চার পাঁচ যখন ব্রাহ্মরা ছেলে ধরিতে লাগিল তখন মনে ভাবিলাম, জগদম্বা এই বার গিয়াছি, তিন মাস ঘরে দুয়ার বন্দ করে থাকি, কত ফলারই মারা গেল। যাহা হউক প্রাণে প্রাণে বিপদ হইতে উদ্ধার হই। আবার গোল উঠলো, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা, ব্রাহ্মণী তুমি তা জাননা আমি তোমাকে কত যত্নে রক্ষা করি। আমার বাটী রাত্রদিন লোক হাঁঠিত, এদিকে উকি মারিত ওদিকে উকি মারিত। এক একটী লোক আসত আর আমার প্রাণ চমকিয়া যাইতো, জগদম্বার ইচ্ছায় সে বিপদেও এক রূপ উদ্ধার হই। আবার দিন কতক হুজুক উঠলো যে সকলের সাহেব হতে হবে, তাতে আমার বড় আপত্য ছিলনা কিন্তু ব্রাহ্মণি তোমায় যদি আবার মেম হইতে হয় আমি সেই ভয়ে বড়ই উৎকণ্ঠিত হই। তাহাও দুর্গার ইচ্ছা এক রূপ কাটাইয়া উঠিয়াছি। আবার ধূয়া উঠেছে যে যুদ্ধ কত্তে হবে, বন্দুক শিখ্‌তে হবে। ব্রাহ্মণি তুমি আমাকে বিরক্ত কর আর জিজ্ঞাসা কর যে ঠাকুর শুখাইয়া যাচ্ছ কেন? পাছে তুমি ভয় পাও এই নিমিত্ত আমি কোন কথা তোমাকে বলিনা। আমার শুখাইয়া যাওয়ার আর কোন কারণ ছিলনা কেবল যুদ্ধের ভয়ে। ব্রাহ্মণি, কখন পটকা ছুড়িতে পারি নাই আমি বন্দুক ছুড়িব, ওমা, কি ভয়ানক কথা! এ বৃদ্ধকাল এখন বন্দুক ঘাড়ে করে চলিলে ভালুক ওয়ালারা পাছে তাহাদের ভালুক বলিয়া নাকে দড়ি দেয় সে ভয়ও আমার হয়। ব্রাহ্মণি যদি যুদ্ধে যাই আর সেখানে গিয়া মরি তাহা হইলে তোমার কি দুর্গতি হবে।

সেই ভাবনাতেই অস্থির। ব্রাহ্মণি, এ-কটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, আমার মাথা খাও বলতে হবে। তুমি যদি বিধবা হও তবে তুমি আবার বিবাহ করিবে কি? আমার মাথায় হাত দিয়া বলতে হবে। বিদ্যাসাগর আমাকে ধর্ম্মত করার দিয়াছেন যে তোমার বিবাহ দিবেন না এখন তুমি ধর্ম্মত করার করিলে আমি নিশ্চিন্ত হই।

বা—ঠাকুর তুমি কি খেপে উঠেছ? যা বলছিলে তাহাই বল, ইহার মধ্যে বিধবা বিবাহ কেন?

ব্রাহ্মণি! বঙ্কিম বাবু বেঁচে থাকুন আজ আমার সকল উদ্বেগ গিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, বাহুবলে আমাদের কাজ কি উহার নিমিত্ত ত ইংরাজেরা আছে। বঙ্কিম বাবু বেশ কথা বলেছেন, আমাদের অসুরের বলে কাজ কি? তবে কখন কখন ইংরাজেরা আমাদিগের অপমান করেন, প্রহার করেন, তাহা আদালত আছে, সেখানে গিয়া নালিশ করিলে হবে, আর এক কাজ করিলে হয়, তাঁহারা যেখানে খেলা করেন সেখানে না গেলেই সব ফুরিয়ে গেল। যদি তথাচ তাহারা মারেন তখন বলিলে হবে যে ও আমার দোষ আমি তাহাকে প্রথম মারি। তাহাও না হয়, ইংরাজেরা মারিলেন তাঁহাদের অভদ্রতা দেখাইলেন আমাদের কি? আমি আবার আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি বেঁচে থাক। আচ্ছা ব্রাহ্মণি! বঙ্গদর্শনের সম্পাদক যে রূপ তর্ক করিয়াছেন এত চমৎকার হইয়াছে। ইংরাজেরা বাহুবলে দেশ রক্ষা করুন, আমাদের শরীরের বলে কাজ কি? তবে আমাদের লেখা পড়া শিখেই বা কাজ কি, তবে তাহাও ত ইংরাজেরা করিতে পারেন। বড় বড় চাকুরিও ইংরাজেরা করিতে পারেন, তাহাতেও আমাদের কাজ কি? ইংরাজেরা অট্টালিকায় বাস করিতেছেন, ঘোড়া গাড়িতে চড়িতেছেন, তাহাতেও আমাদের কাজ কি? এত বেশ কথা। আরে বাহুবল, বুদ্ধিবল, সুখ ভোগ প্রভৃতি পরমেশ্বর মনুষ্যের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমুদয় আমাদের না হইয়া ইংরাজদিগের হলে ক্ষতি কি।

বা—ঠাকুর ইংরাজেরা যদি বলেন যে তোমাদের স্ত্রীপুত্র ধন সম্পত্তিতে কাজ কি ও সব তোমরা ভোগ না করিয়া আমরা ভোগ করি এবং তাহা হইলে'ত আমাকে লইয়া টানাটানি করিবে।

বস—না ব্রাহ্মণি ইংরাজেরা ধর্ম্ম জ্ঞানী তাহা তাঁহারা বলিবেন না। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক সে বিষয়ও বলিয়াছেন ইংরাজেরা আমাদের কেবল মাত্র ভরসা।

বা—ঠাকুর আমাদের আর গবর্ণর

বাসন্তিকা—আ মর্ ছুঁড়ি, ভাংলি তো ভাংলি হাটের মাঝে ভাংলি !

"The Race" for which many Thousands were Subscribed

যে দৌড়ের জন্যে হাজার হাজার টাকা চাঁদা হইয়াছিল।

সাহেবের শ্রাদ্ধের সময়ও একখানি পত্র পাওয়া যায় নাই। এ জন্যে ইংরাজেরা দুটী আল চাল্ কলাও আমাদের দেন নাই। বঙ্কিম বাবুর ভরসা ইংরাজেরা হইতে পারেন। তিনি পরোকালের ভরসা মানেন, দেশের লোকের উপর তাঁহার ভরসা নাই, তিনি তাহা রাখিতেও চান না, এক বঙ্গদর্শনের ভরসা এইরূপ দুচার বার বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ করিলে তাও বড় আর থাকিবে না, তবে এক ভরসা—যদি ৬০০ টাকার স্থলে ৭০০ টাকা হয়।

প্রেরিত চুটকী দুটি আমরা সাদরে প্রকাশ করিলাম।

উন্নতির প্রকৃত সোপান।

শিক্ষিত যুবক-দিগকে একজন নবীন উন্নত ব্রাহ্ম এই উপদেশ দিতেছিলেন "ভ্রাতৃগণ! মেয়ে বার কর! মেয়ে বার কর!"

উনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার!

চটী জুতা পায়ে দিয়া যাওয়াতে শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় এস্যাটিক সোসাইটীর গৃহে প্রবেশ করিতে পান নাই। ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি না কি নিম্নলিখিত কবিতাটী আওড়াইতে আওড়াইতে আসিয়াছিলেন।

"বিদ্বত্ত্বঞ্চ জুতত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে বিদ্যা জুতা সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

ঘোর বিপদ।

ওরে পাড়ার লোক সব বেরোরে বেরো, সর্ব্বনাশ হ'ল হিঁদুয়ানী গেল, ব্রহ্ম হত্যা হ'ল, বেরোরে ভারতবাসীরে বেরো। একি অত্যাচার, তোদের সামনে ব্রহ্ম হত্যাটা হয় যে। হে সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণ! তোমরা এখন কোথা নাকে তেলদে পড়ে র'ইলে? কাল রাত্রে কি সভার বিচার অনেক রাত্র পর্য্যন্ত হয়েছিল যে এখনো নিদ্রা ভাঙ্গেনী? রাজপুত্রের পীড়ার সময় কুইনকে পত্র লিখে ও বড় বড় ইংরেজদের অভিনন্দন পত্র দিয়ে ইহকালের নাম কিনলে কি হবে! পরকালের পথে যে সিঙ্গিমাছের কাঁটা বিছান রই'ল যখন যমদূতে হিঁচুড়ে নে যাবে তখন কন্‌কনানিতে যে সারাহতে হবে। কি আপদ কেউ যে সাড়া দেয় না! ভারতবর্ষটা তবে নিতান্তই উচ্ছন্ন যাবার দশায় পড়েছে! দেখি আর একবার ডেকে দেখি, ওহে দেশ হিতৈষিগণ তোমরা এখন কোথা রইলে, তোমাদের দেশহিতৈষিতা কি মেগের কাছে পে-

কের বড়াই হলো? ওহে জাতীয় সভার সভ্যদল বেরোও না, ধন,মান, দবের গোর হলে আর তোমাদের সভা কি ক'রবে? হিন্দুজাতির চিতা ভস্ম মেখে কি মহাদেব সাজবে, না গোরের উপর এপিটাফ লিখতে যাবে? না এতে ও কিছু হলোনা দেখি সুর ফেরতা ক'রে দেখি তাতে যদি কিছু কর্ত্তে পারি—ওরে সব বেরোরে তোদের বাড়ীতে ডাকাত প'ড়েছেরে, সর্ব্বস্ব জ্বালালেরে, নিলেরে, মেলেরে, খেলেরে!

প্রতিবেশীরা—(বাহির হইয়া) কোথা, কোথা, কৈ কৈ!

বসন্ত—হাঁ এর ব্যালা সব দৌড়ে বেরহয়েছেন. ল্যাজে পা না পড়লে হুঁস হয় না।

প্রতি—কিরে বিট্‌লে বামুন, ডাকাত কৈ? এত সোর সরাবত কচ্ছিস যে, কোথায় কে আছে, চোর কোথা? মিচে ডিসটর্ব্ব কর্‌ছিস্ এখনি পাহারাওলাকে ডেকে ধরায়ে দিব—

বস—(স্বগত) কি আপদ! লোকে কথায় যে বলে "সামনে ছুচ গলেনা পেছনে—" এদেরও যে তাই হলো—এরা এখনো কিছু ঠাওর পায়নি (প্রকাশে) ওহে বাবুরা আমার সর্ব্বস্ব চুরি করে নিয়েছে তাই আমি গোল কচ্ছি।

প্রতি—তোর নিয়েছে তা আমাদের কি? খুব হয়েছে।

বস—ওগো খালি আমার চুরি করে নী, আর সকলকেও নিমন্ত্রণ পত্র দেছে। তোমাদের ও কাল চুরি যাবে।

প্রতি—সেকি! কৈ আমরা তো জানিনা—

বস—ঘুমালে কি আর জানবে?

প্রতি—কি বল দেখি, কে চুরি ক'রেছে, পুলিস কি নাই?

বস—হো হো এ সে চোর নয় যে পুলিসে কিছু ক'রবে! ডাইনের হাতে পোদিলে যেমন সাজ্বাতিক চুরি হয় এ তেমনি।

প্রতি—কি হয়েছে বল দেখি শুনি।

বস—আর বলবো কি আমার মাথা, ব্রাহ্মন্ব বাজে আপ্তির হঙ্গামে সব গেলে সহরে এসে কাঠা কতক জমি কিনে ছিলেম তারি ভাড়া ভুতোতে এক রকম চলছিল, আর মনে করেছিলুম যে বাসন্তিকার ছেলে হলে তাকে জৌতুক দিব, কিন্তু এক জন জজ কৌতুক ক'রে সেটি চুরি কল্লেন।

প্রতি—আরে এটা পাগল নাকি? জজ আবার চুরি কল্লে কি ক'রে?

বস—ওহে পাগল ছাগল নয়, চোক্‌টা রগড়ে ঘুম ছাড়াও তা হলেই দেখবে কেমন ক'রে চুরি ক'রেছে। চুরিটে বল কাকে? বিনাপরাধে একজনের বস্তু কেড়েনে অপরকে দেয়া কি চুরি বলে?

প্রতি—সে আবার চুরি না'ত কি? ডাকাতি!

বস—তবে তাই হয়েছে, আমার জমি টুকুতে জনকত প্রজা ঘর ক'রেছিল তা এক জন ভাড়া বাকি ফেলাতে আমি নালিশ ক'রেছিলেম। জজ সাহেব বিচার ক'রে বল্লেন যে ওর ঘর থাক্তে আমি উহাকে উঠাইতে পারিব না। এই শুনে অবধি কোন প্রজা খাজনা দেয়না, ঘর বেচিবার যো নাই ও ঘর থাক্তে তোলবারও যো নাই।

প্রতি—বটেইতো এ যে মহাবিপদ মালিকানের সম্বন্ধে টানাটানি লাগলো, প্রজার ঘরও বিক্রী হবে না ও উঠানও যাবেনা—তবে জমিদারের রইল কি?

বস—ঘরের কড়িদে মালগুজারি করা ও টেক্স দেয়া।

প্রতি—বাস্তবিক এ যে মালিকানকে বেদখল করা হলো।

বস—(সরোদনে) ও হো হো হো দেখ চুরি বৈ আর কি বলবো, আমার সব গেল আর তোমাদেরও সব পরে যাবে, এখনও ধর পাকড় করতো রক্ষা হয়।

দুর্ভিক্ষ।

এক কথা একশতবার ভাল লাগেনা তথাপি এরূপ দুএকটা কথা হ'য়ে পড়ে যা না কইলেও চলেনা। এবারকার দুর্ভিক্ষটাও সেইরূপ হ'য়েছে—এর কথা কইতে কইতে সকলের মুখে ফেকো প'ড়ে গেল তবু শেষ হলোনা। ইংলিসমান সম্পাদক বিদেশীয় হয়েও বুঝতে পেরেছেন যে দুর্ভিক্ষের হ্যাঁপাটায় দেশের বিশেষ অনিস্ট হলো—কিন্তু এখনো আপনাদের বাঙ্গালী ভায়াদের চৈতন্য হলোনা। আর হলেই বা কে শোনে খয়ের খাঁ ত' হতে হবে!

যখন প্রথম গোল উঠে তখন সকলেই ঠাউরেছিলেন যে শ্রাবণ, ভাদ্র মাস দুটিতেই বড় অন্নকষ্ট হবে, আর মিত্রজারমত দুচার জনে বলেছিলেন যে মোটে চাল পাওয়াই যাবেনা। যাহোক শ্রাবণ মাস এল, চালের দর ২। টাকা পর্য্যন্ত নাবল, কলিকাতায় অন্যূন ৫০ লক্ষ মোন চাল মজুত জমে গেল, বড় বড় হোমরা চোমরা হৌসওলারা মোড় মার্ত্তেগে টৌরে পড়লেন, বাঁধীচালের বস্তা এক টাকা দেড় টাকা লোকসানে বিক্রী হতে লাগলো, রিলিফ অফিসরেরা গবর্ণমেন্টের চাল বেচতে না পেরে রেলের ভাড়া পুরা করালেন, তবু গোল মিটলো না। কতকের সাপে ছুচোধরা হয়েছে—দুর্ভিক্ষের দিকে গাইতেই হবে যেনতেন প্রকারেন অকাল কর্ত্তেই হবে, কিন্তু "ফেমিন, আর হয় না?"

গত মাহার ঘটনাবলি।

শঙ্খধ্বনি নে লক্ষৌনগরে মহাহুল স্থূল পড়ে গেছিলো; হিন্দুরা বলেন অনবরত শঙ্খনাদ ক'রবেন, মুসলমানেরা বলেন আদতেই কর্ত্তে দেওয়া হবেনা। এই নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গাম,খুনোখুনি আরম্ভ হবার উপক্রম হইবাতে জনকতক মধ্যস্থ হইয়া মত দেন যে ৭।৮ টা রাত্রের মধ্যে সাত মিনিটমাত্র শঙ্খধ্বনি করা হইবে। নগরের মাজিষ্ট্রেটও ঐ রায় বহাল রাখিয়াছেন; কিন্তু বিচারকালে তাঁহার প্রতীচী অঞ্চলের বুদ্ধির প্রাখর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। এবিবাদের কারণ(অনেক মাথা ঘামনোরপর) তিনি স্থির ক'রেছেন যে পির মুরিদ সকল পাছে চম্‌কে উঠেন এই ভয়েই মুসলমানেরা আপত্য করেন ও কলিকালের হিন্দুর নিদ্রিত দেবতাদের শঙ্খ ধ্বনিতে ঘুম না ভাঙ্গালে মিইয়ে যাবার আশঙ্কায় হিন্দুরা তাহা করণার্থে এতব্যস্ত।

৯ আষাঢ়ে গণেশপুরে একখানি পাদপদ্মের (এ সহজ পদ্ম নহে ভিক্টোরিয়া রেজিনা) চিহ্ন ভূমিতে দেখিয়া অনেকে অনেকরূপ আন্দোলন করিতেছেন—কেহ ব'ল্‌ছেন বীরভদ্র নেবেছে কেহ ব'ল্‌ছেন মহারুদ্র উদয় হয়েছেন, কেহ ব'ল্‌ছেন যে চারযুগজীবী পবন নন্দন অন্নের সময় দেখে লুকায়ে দুচারটা খেতে এসেছেন। যাহোক আমার বিবেচনায় বোধ হয় যে মহাদেবের দর্শনে বিষ্ণু এসেছেন, যেহেতু এ পাদপদ্মের পরিমাণটী গয়াসুরের শিরস্থ বিষ্ণু পাদপদ্মের সহিত ঠিক মিলে। কিন্তু আমার বাসন্তিকা ব'ল্‌ছেন যে উহা গণেশপুরের নিকটস্থ অরণ্য মধ্যবর্ত্তী শিবের পাণ্ডা আমার বড় দাদার নাবান চণ্ডের পদচিহ্ন।

প্রাচীন গাচ হলেই তাহার উপর যত চোট পড়ে, ঝড়ে তার ঘাড় ভাঙ্গিতে আগে চেষ্টা করে, পোকায় তার সারভাগ আগে খায়, কাটবেড়ালী ও ইন্দুরে তাতে আগে গর্ত্ত করে। আমাদের হিন্দু ধর্ম্ম রূপ গাছটীরও সেই দশা হ'য়েছে। হিন্দু ধর্ম্মকে গাচ বলাতে কেহ দোষ লবেন না, যেহেতু ইহার ফল ভারতবর্ষ আজপর্য্যন্ত ভোগ ক'চ্ছে; আর আমার নজির আছে, বুড়ো মণি ঠাকুর ব'লে গেছেন "যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ।" খ্রীষ্টধর্ম্মের যে ঝড় পর্ত্তুগিস প্রভৃতিরা তোলে তাতে কতক গুলো ডাল পালা যায়, তার পর উন্নত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রূপ ইন্দুর ও কাটবিড়ালে কতক টা কোঁপরা করে, এখন আবার পোকা লেগেছে—বোম্বাই নগরে একজন হিন্দু সম্প্রতি মুসলমান হ'য়ে মসিদ থেকে এই গান করিতে করিতে বাহির হইয়াছেন=

Mr. Hogge in approved style practising Mr. Percy to some of the well known military phrases, for the coming occasion.

হগ সাহেব পর্সি সাহেবকে ভিড় ঠেলিবার প্রথা শিক্ষা দিতেছেন।—

নসিরাম সেলা।

৫ম প্রশ্ন, রন্ধন।

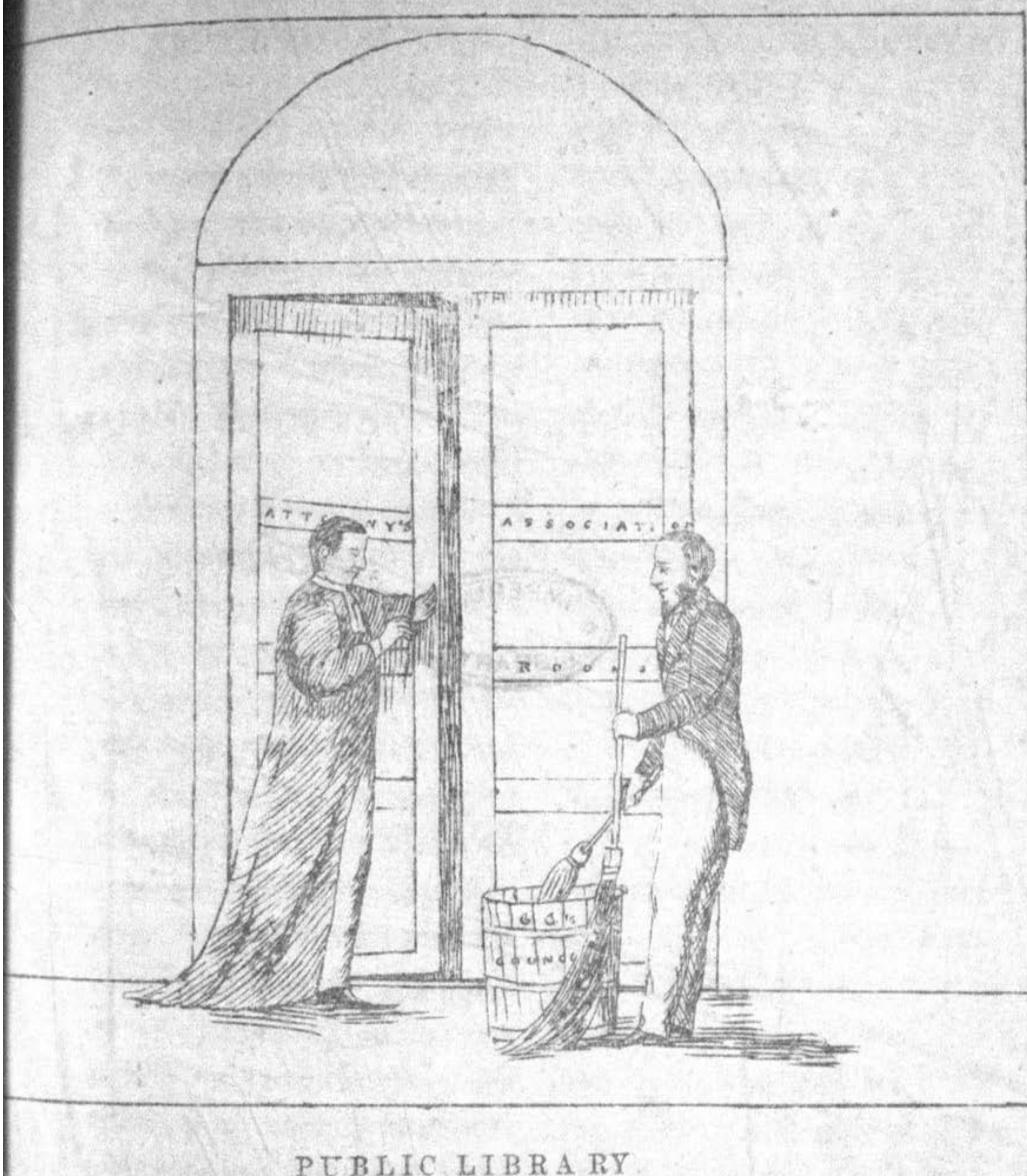

PUBLIC LIBRARY

The accumulated dirt and filth of this room require unreserved use of the Broomstick and quick Lime.

এলো মেলো খ্যাংরা আর পঙ্কের পোঁচড়া না দিলে আর সাফ করিবার উপায় নাই।

দাড়ি দেখে দেবীদলের মান গেল।
ধর্ম্মে ধরেছে পোকা, ওরে নানি
ওরে হ্যাহুয়ানী শেষ হ'ল।
ওরে আমার বিবি চমৎকার,
ধর্ম্ম অর্থ অর্ঘ দিলেম চরণে তোমার।
নিকে রূপ সলিলে ডুবি আমি
ভাই কেহ কিছু না ব'ল।

কিন্তু এ গীতটি একতারার কি সারেঙ্গের সঙ্গে গাওয়া হইয়াছিল তাহা আমাদের সংবাদ দাতা খুলে লেখেন নাই।

ওরিয়েণ্টল সেমিনারির শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মজুমদার এম,এ, বি, এল, মহাশয় উক্ত বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইলে ছাত্রেরা তাঁহাকে একটী কবিতাত্মক ভক্তি উপহার দেওয়াতে তিনি নাকি ব'লেছেন "আমার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ফলেই তোমাদের শিক্ষক হ'য়েছিলাম"। কি বিপরীত ব্যবহার! আমরা যখন গুরু মহাশয়কে বিদায় দিয়েছিলেম তখন হাত তালিদে ব'লে ছিলেম "নাড়ি কাটতে ল্যাজ কেটেছে ভাইরে, এমন পোড়ার মুখো নাইরে।"

ভারতাশ্রমের হাঁড়ি ভাঙ্গা মেয়েমানুষটী ব'লেছেন যে তাঁর সহিত যেরূপ কুব্যবহার করা হয়েছিল সেরূপ হিন্দুরাও করে না। তাই শুনে আমার বাসন্তিকা জিজ্ঞাসা ক'রেছেন "উন্নত ব্রাহ্মদিগের এই কি উন্নতি?" তা পাঠকগণ ব'লে দিন আমি কি উত্তরদিব।

মরাহাতি লাকটাকার।

মহৎ বস্তু হইতে লোকের উপকার হইয়া থাকে সেই নিমিত্ত লোকে বলে "মহতের আঁস্তাকুড়ও ভাল"। ঘটৎকচ মৃত্যুকালেও কুরুকুল চেপে প'ড়ে আত্মদলের ইষ্টসাধন ক'রেছিলেন ও হাতি মলেও অর্থ দেযায়। আমাদের ইতি পূর্ব্বের তারকেশ্বরের মহন্ত মহাশয়ও একজন যথার্থ মহৎ ব্যক্তি ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। পাঠকগণ দেখুন— যখন তিনি মহান্তছিলেন তৎকালে তাঁর আশ্রয়ে কত দাস-দাসী সরকার, দাওয়ান ফকির ফোকরা অন্ন ক'রে খাচ্ছিল, পরে যখন কতকগুলো পাষণ্ড নাস্তিক লোকে বেনাহক একটা গোল তুলে তাঁকে আদালতে হাজির ক'ল্লে তাঁহার দৌলতে কত উকিল কৌশিলির কপাল ফিরে গেল, পরে যখন আদালতের অন্যায় রায়ের দ্বারা তাঁহার মহন্তত্ব ত্যাগ বন্দীত্ব ঘট্‌লো তখনো মহাত্মা কতকগুলো লোকের উপকার করে গেলেন—কতকগুলি গ্রন্থকর্ত্তা নাটকাদি লিখে মেয়ে মদ্দের কাছে নাম জাহির কল্লেন ও দশটাকা সঙ্গতি কোরে নিলেন। অভিনয়কারী দলেরাও এই সুযোগে একচোট রোজগার ক'রে নিলেন। কি আশ্চর্য্য! পরস্ত্রী গমন ও ঘানিটানা ত' অনেকেরই ঘটেছে কিন্তু

এরূপ সোবোত কখনই হয় নাই। এ কেবল মহৎ লোকের মাহাত্ম্য! নচেৎ "মহন্ত" শব্দটী উপরে থাকলেই গ্রন্থ সকল পড়তে পেলেনা কেন? প্লাকার্ডের উপর "মহন্ত" নাম দেখেই লোকে রথ দোল দেখতে যাবার চেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে দৌড়ান কেন? কলুদের ঘানি সকলেই দেখেছেন তবে রঙ্গভূমে ঘানি বার করাতেই বা কেন লোকে লোকারণ্য হ'য়ে পড়লো? এ কেবল মহত্ত্বের কার্য্য। আহা এরূপ মহাশয় পরোপকারী গিরিবরেরও লোকে অনিষ্ট করে! হে বঙ্গবাসিসকল তোমরা আপনার পায়ে আপ্‌নি কুড়ুল কেন মারলে? ক'রেছিল ক'রেছিল, একটু ইয়ারকি দেছেলো বইত আর কিছু করেনি? তা নিয়ে এত টানা টানি কেন ক'রলে? অপরাপর সভ্য জাতিদের মধ্যে একটী নিয়ম আছে, যে কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে দণ্ডিত হইলে তাহার সহিত আর কেহ সহবাস করে না, তাহাকে ভদ্র সমাজে কদাচ মিশিতে দেওয়া হয় না ও সকলে তাহাকে ঘৃণা করে। কিন্তু সেটা যুক্তি যুক্ত নহে ঠাউরেই আমাদিগের দেশীয়েরা সেরূপ করেন না, চৌদ্দবৎসর দ্বীপান্তরিত ব্যক্তি ফিরে এলে তাকে আদর ক'রে সমাজেও লন, পিলুড়ি হওয়া লোকের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বে দিতে কুণ্ঠিত হন না, নিমকীর তহফিলভাঙ্গিয়ে বাবুর সহিত একত্র উপবেশনে দোষ ধরেন না। তা'ত কর্ত্তেই পারেন। শাস্ত্রে যখন নজির ধরা রয়েছে "নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" তখন সহস্রবার কর্ত্তে পারেন। কার মাতার উপর মাতা যে তার জন্য কিছু বলে? দোষ করিলে দণ্ড পায়, আর দণ্ড ফুরালেই সব চুকে যায়; লোকের গায়ে তো আর দোষ জড়ায়ে থাকে না। গোবধ, ব্রহ্মবধ, ভ্রূণ হত্যা প্রভৃতি পাতক যে শত শত হচ্চে, তা কি হয়? যদি লুকায়ে করে তো লুকায়ে যায়, কোন ল্যাঠাই থাকে না; আর যদি ধরা পড়ে তো প্রায়শ্চিত্ত ক'ল্লেই চুকে যায়। আর পাঠকগণ যদি দোষ জন্য সাজা পেলেই তার সহিত চলাবন্ধ করাহতো তা হলে কি মহত্ত্বের ফল আমরা ভোগ কর্ত্তে পেতেম? গিরিরাজ জেলে গে ঘানি টানতেটানতে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে ছিলেন ও একজন শূদ্রে তাঁর মুখে জল দিয়ে চেতনা করাতে তিনি তাহাকে কিছু আহার আনিতে বলেন; কিন্তু শূদ্রের অন্ন ভিন্ন আর কিছু মজুদ না থাকাতে সে তাহা দিতে সাহস করে না। মহন্তবর বুঝিতে পারিয়া বলেন "দোষ কি আননা, অন্নে দোষ নাই; শাস্ত্রে বিধি আছে যে, শূদ্রে আমান্ন দেবতাকে দিবে না পক্কান্নই দিবে।" পাঠকগণ দেখুন যদি দণ্ডিত

ব্যক্তির কাছে কেহ নাযে'ত তা হ'লে সেই ঘানিটানায় কাতর গিরিবরের প্রাগুক্ত বাক্য কে এসে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের কর্ণে তুলিত? আর দেবতাদিগকে (আমান্যের ব্যবস্থা উঠাইয়া) পক্কান্ন দিবার প্রথা প্রচলিত করিয়া দেশের হিতসাধন ও উন্নতির জন্য কে যত্ন করিত? কেহ মনেও কর্ত্তো না।

গীত।

আনন্দলহরীর সঙ্গত।

সময়গুণে সকল ফিরিলো।
যত প্রাচীন ধারা উঠে গেল।
পাকাসোনার গহনা ভাই এখন।
দেখেনা কেউ কোরে আকিঞ্চন।
কেবল গা সাজান, রাঙ্ মিসান
গিল্টিকরার মান হলো॥

বড় ঘরের বড়লোক সকল।
সামান্যের মত আছে নাহি গণ্ডগোল।
চোড়ে বগি ফেটিন, পদ্মলোচন
যত বাবু হয়ে বেরোলো॥

দেশের হিতে ছিল মন যাহার।
নিরবে সে কর্ত্তো যথা সাধ্য আপনার।
ছিল ধর্ম্মে রত, সুজন যত,
তারা সবে তাক হলো॥

উন্নতিসোপানে কত জন।
চড়ি বসে মুখে মিছে করি আস্ফালন।
দেখে সে সব্ রাক্ষস, সিভিল মুকস,
ভারত ভুলে ভোর হলো॥

বিজ্ঞাপন।

পাঠকগণ এ বিজ্ঞাপনটি একটুক্ মনদে পড়িবেন তানাহ'লে আমরা আর বাঁচি না। আপনারা আমাকে টাকা দে চাকর রেখেছেন ও এ অন্ন কষ্টের বৎসর সেই যোরেই আমি বেঁচে আছি! এক্ষণে আপনাদের কাছে দুই একটা দোষ ও বেয়াদবী হয় বলেই মিনতি করে বলছি যে আপনাদের কাছে হাজরে দেবার দেরি হলে রাগ ক'রবেন না। যদি একলা হতেম তাহলেও পার্ত্তেম; ছবি গুলিনে হাজির হওয়া বড় লট খটি তাইতেই দেরি হয়। আর একটা কথা আছে কিন্তু সেটা সকলের কাছে খাটবেনা তবে যাঁরা তেজ পক্ষের সংসার গ্রহণ ক'রেছেন তাঁরাই যানেন যে গিন্নির কাছ থেকে বেরেনো কি শক্ত ব্যাপার।

বসন্তক সম্বন্ধী নিয়ম।

১। প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শেষ দিনে বসন্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

২। ইহার মূল্য ডাকমাসুল সমেত বিদেশীয় বার্ষিক ৩৷৶০ ; দেশীয় অগ্রিম ৩ টাকা, মাসিক ৷৷০ আনা।

৩। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বসন্তক বিদেশে প্রেরিত হয় না। অগ্রিম মূল্য স্বরূপ প্রেরিত ডাক ষ্টাম্প হইতে টাকা প্রতি বিক্রয়ের খরচা হিসাবে ⁄০ আনা গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা ৩৷⁄০ পাঠাইবেন, তাঁহারা ৩৷৶০ আনার প্রাপ্তি স্বীকার পাইবেন।

৪। বসন্তকের সম্বন্ধী পত্রাদি কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নম্বর সুচারু যন্ত্রালয়ে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিতব্য।

৫। বসন্তক কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতিপংক্তি ।০ আনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু চারিবারের পর হইতে ৶০ গৃহীত হয়।

মূল্যপ্রাপ্ত।

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ৩
" " কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৩
" " শ্যামচাঁদ মিত্র ঐ ... ৩
" " উমেশচন্দ্র দত্ত ঐ .. ৩
" " বেণীমাধব ঘোষ ঐ ... ৩
" " কৃষ্ণধোন দত্ত ঐ .. ৩
" " চণ্ডীচরণ দত্ত ঐ ... ৩
" " নীলমণি ভড় ঐ .. ৩
" " জীবনকৃষ্ণ ঘোষ ঐ ... ৩
" " শশিনন্দন কুণ্ডু ঐ .. ৩
" " কুমারকৃষ্ণ মিত্র ঐ ... ৩
" " শশিভূষণ দত্ত ঐ ... ৩
" " হরকালী ঘোষ ঐ ... ৩
" " টি এফ বেগনলড ঐ .. ৩
রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ঐ ... ৩
" " কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ঐ ... ৩
" " মতিলাল নান ঐ .. ৩
" " প্রতাপচন্দ্র মল্লিক ঐ .. ৩
" " রাজকৃষ্ণ হালদার ঐ ... ৩
" " পুলিনবেহারী রায় ঐ ... ৩
" " কালীনাথ মিত্র ঐ ... ৩
" " কুঞ্জলাল কুণ্ডু ঐ .. ৩
" " যদুনাথ মিত্র ঐ ... ৩
" " সারদাপ্রসাদ ঘোষ ঐ ... ৩
" " দ্বারিকানাথ মল্লিক ঐ .. ৩
" " রামগোপাল বসু ঐ ... ৩
" " হীরালাল শীল ঐ ... ৩
" " হেমলাল দত্ত ঐ .. ৩
" " গৌরহরি দাস শিবগঞ্জ .. ৩
" " হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়
" " শ্যামাচরণ দেব ঐ .. ৩
" " দুর্গাচরণ লাহা ঐ ... ৩
" " চন্দ্রমোহন মিত্র ঐ .. ৩
" " দয়ালচাঁদ দাস ঐ ... ৩
" " হৃত্যকিঙ্কর শীল ঐ ... ৩
" " চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ... ৩
জলপিগুড়ী ... ৩৷৵
শ্রীযুক্ত নৃসিংহচরণ নন্দী বৈদ্যপুর পোষ্ট বর্দ্ধমান জেলা ... ৩৷৶০
" " মেমারাম দাস শামগুটি ... ৩৷৶০

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

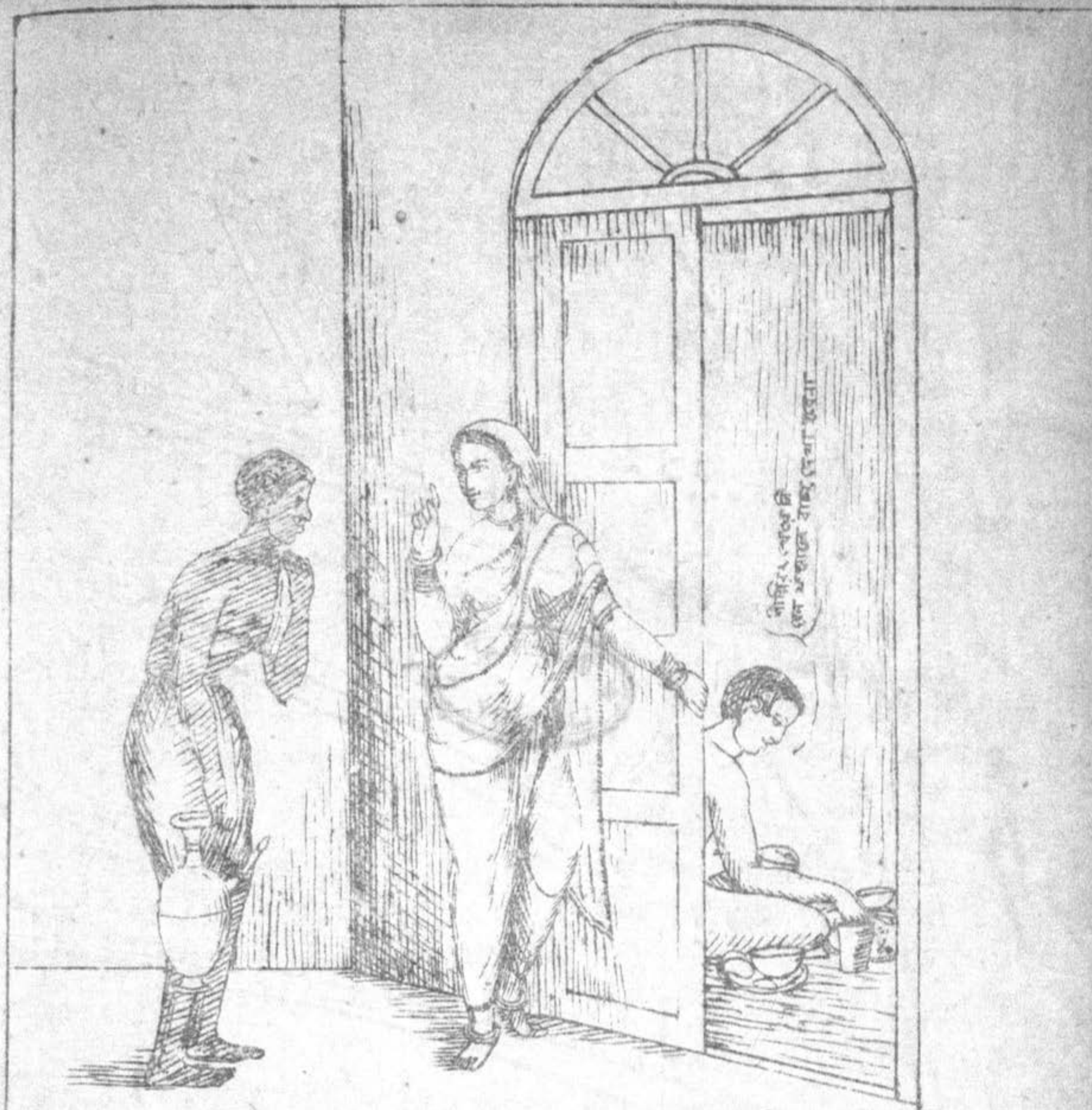

গিন্নী—দেখ রামা কর্ত্তা যেই আপিসে যাবে অমনি তুই একখানা নৌকা ভাড়া কোরে আনবি আর পথে অমনি নাপ্‌তে বৌকে তোয়ের হতে বলে যাস।

রামা—না মা ঠাকুরুণ কাজনেই বাবু টের পেলে বড় ব্যাজার হবে।

গিন্নী—টের পাবেন কেমন কোরে? আমরা যাব আর দর্শন কোরে আসবো,—তুই সঙ্গে যাবি।

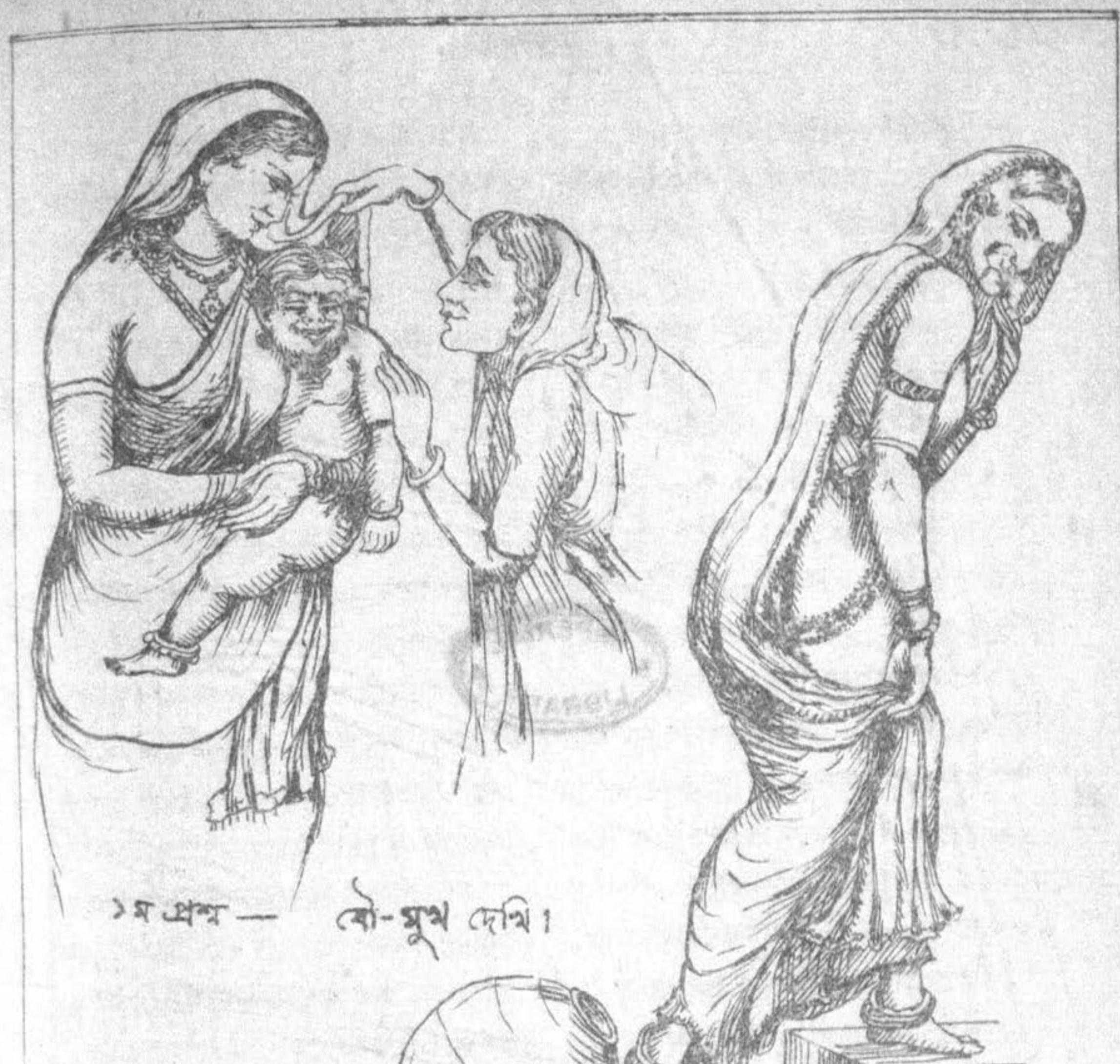

১ম প্রশ্ন — বৌ-মুখ দেখি।

২য় প্রশ্ন—ঘড়া কোরে জল আনিবে কেমন কোরে? নসিরাম মেলার প্রবন্ধে দেখ।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তকেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

অষ্টম সংখ্যা।

ডাকমাস্থল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৹ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩১৬ নং ভবনে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

সভ্যগণ জয় হোক্! আমি আপনাদের মাঝে মাঝে এসে জয় হোক্ বলে আশীর্ব্বাদ করাতে "কে ও ওল্ড ফুল এসে দেক ক'রছে" মনে ক'রবেন না। আপনারা বড়লোক ইংরাজী চাল ধর্ত্তে গেলে পেটাভি ব্রাহ্মণের আপনাদের কাছে আসাটা বেয়াদবী হয় বটে কিন্তু সেকেলে চাল আছে বলেই আমি আশীর্ব্বাদ করি; সেকালে রাজা রাজড়াদেরও আশীর্ব্বাদ করা যেতো "জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাংপক্ষে জনার্দ্দনঃ" তার একটি দলিল। সহজ দলিল নয় এর ভিতর গূঢ় কথা আছে, এক্ষণে জনার্দ্দনের চলিত গোলাকার শালগ্রাম মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ করে কতকে বলেন যে কলিকালে রূপচাঁদই জনার্দ্দন ও যে পক্ষে অধিক থাকে সেই পক্ষেই জয়। যাহোক আলত পালাত না বোকে এখন আপনাদের কাছে একটা কাজের কথা কই এটা বড় দরকারী, মিমাংসা না হলে আর চলে না; সুতরাং আপনারা সকলে একটু মনোযোগ ক'রে গরিব ব্রাহ্মণটাকে শাঁকের করাত থেকে নিস্তার করুন।

আমি প্রথম যখন রঙ্গস্থলে অবতরণ করি তখন ভেবেছিলেম যে আমি অনেক কেলে পাপী, পুরাতন রাজা রাজড়োর সহিত বেড়িয়েছি, ভুষুণ্ডি কাকের সহিত মিত্রতা আছে ও বেল্লিক তন্ত্রের এক মাত্র অধিকারী হয়েছি; অতএব জন সমাজের চিত্তরঞ্জন করা আমার দ্বারা সহজে হইবে; কিন্তু ফলে দেখছি সেটা বড় সহজ ব্যাপার নয় কাল ফেরতায় সকল বিষয়ই ফিরেছে; সে রামও

নাই সে অযোধ্যাও নাই ! সাবেক রাজা রাজড়োরা যখন রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা-দিতে শ্রান্ত হতেন তখন বসন্তককে চিত্ত বিনোদনার্থ কাছে ডাকতেন। তাই ব'লে কি বসন্তককে ভাঁড় ব'লতে হবে, না সে মুখে চুন কালি মেখে যাত্রার সংসেজে আসিবে ? এই মিমাংসার জন্যই আমি পাঠকগণের নিকট প্রার্থনা ক'রেছি। এখন সময় হলো ঘোর কলি, তখন বারমুনির তেরমত ছিল এখন সাতমুনির ৭০ মত, কার মন যোগাব ঠিক কোরে উঠ্‌তে পারি না। প্রত্যেকের মত যদিও ভিন্ন তথাপি কাটামোটা ধত্তে গেলে দলে দলে ভাগ করা যায় এবং সেই ভাগ সমস্তের মনোরঞ্জন করাই আমাদের অভিপ্রায় কিন্তু কোনমতেই পেরে উঠছি না। এক দল ঘোর লড়ড উলঙ্গ হ'য়ে মাথায় পাগ বেঁধে না নাচ্‌লে তাঁদের যুগলাস্তকরণ আমোদ পায়না ; এক দল আমোদ প্রিয় তাঁদের আচরণ বুঝাবার জন্য এস্থলে একটী গল্প দিতে হল, এক বড় মানুষের বাটীতে দুর্গোৎসবে বকো যাত্রাওলা রামযাত্রা বড় লাগি-য়েছে এমত সময় বাবুর আপিসের সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। বাবু আস্তে ব্যস্তে সাহেবকে সাম্পিন খাও-য়ায়ে চেয়ারে কোরে যাত্রা শুনতে বসা-লেন, রোয়ানি বেহারায় পাকা হাঁকরাতে লাগলো। সাহেবের পাকার হাওয়ায় চক্ষু দুটি গোলাপি হয়ে দাঁড়ালো এমত কালে হনুমান আসরে এসে সরগরম কর্ত্তে লাগলো। সাহেব দেখে হেঁসে লুটায়ে প'ড়্‌লেন। পরে জোর গাহনা সুরু হলো অধিকারী সাহেবকে মোহিত করবার জন্য হাত নেড়ে গলা ছেড়ে গা-ইতে লাগলেন কিন্তু কিছু পরেই সাহেব বাবুকে ব'ল্‌লেন "উহুঁ হোটানেহি বাঁডর লাও" বাবুকে কাজেই সায় দিতে হলো। আমাদেরও সেই রূপ এই দলে বাঁডর লাও বলেন। আর এক দল আছেন তাঁদের যদিও অনেকে ঘোমটার ভিতর খেমটার নাচ ভাল বাসেন ও পেটে খিদে মুখে লাজ দেখান, তাঁহারা একটু বেয়াদরী কর্ত্তে গেলেই বলেন বড় খোলা খেঁউড় হচ্চে। অপর এক দল আছেন তাঁরা অবুঝ চোকে খোঁচা দে না দেখালে দেখতে পান না। গূঢ়ার্থের নাম মাত্র রাখলেই তাঁরা বলেন বুঝা যায় না। আর এক দলের ভয়েতো আমি একবারে গাঢাকা হয়েছি, সে দল অশ্লী-লতা নিবারিণী সভার সভ্য ও উন্নত ব্রাহ্ম। গোবিন্দ অধিকারী আসরে না-বলেই যেমন গোঁড়া বৈরাগীদের চক্ষে জল ঝরতে ও মুখে বাহবা বেরোতে থাকে, অভয় দত্তের ঢোলের কড়া টানলেই যেরূপ বেশ পড়তো ; অব্রাহ্ম বা অখ্রী-ষ্টানের লেখা দেখলেই সেই রূপ এঁদের নাক সিঁটকাতে থাকে ও মুখে " ভলগার

ভলগার” বেরোয়। এ দলের ভয়েতো আমার শরীর শুকিয়ে কাঁটা হ’য়ে গেল কে জানে কবে ধ’রে নেগে জেলে পুরবে। লোকে কথায় যে বলে “এক যুবতি শতেক পতির মন রাখে কেমনে” তা আমারও সেই দশা হ’য়েছে। কোন মতে না পেরে বাসন্তিকাকে জিজ্ঞাসা ক’রলেম যে কি করা কর্ত্তব্য! তা তিনি অনেক মুচকে হাসি ও চোকনাড়া নাড়ির পর বোল্‌লেন “দেখ প্রাচীনকালাবধি বিদূষকের চাল আছে; রাজাগণ রঙ্গ ও বেল্লিকপনা দেখ্‌বার জন্যই যে বিদূষককে আদর ক’রে রাখতেন এরূপ নয় অপর হেতু আছে। বড়লোকের বড় কাজ সুতরাং কাজ কর্ম্মে যখন ক্লান্ত হ’য়ে পড়েন তখন বিদূষকের রহস্যে তাঁহাদিগকে হাসাইয়া দেহের ও অন্তরের জড়তাদি দূর করে। কিন্তু তাহাই যে বিদূষকের কার্য্য এরূপ নহে; বিদূষকের কার্য্য তদপেক্ষা অনেক উচ্চ, যে সকল কার্য্য সুযোগ্য মন্ত্রীগণ করিতে অক্ষম হয়েন বিদূষক দ্বারা তৎকার্য্য সম্পাদিত হয়। যদি কোন নরপতি ভোগ সুখে মত্ত থাকেন তবে তাঁহার ভৃত্যেরা ভয়ে কিছু বলিতে পারে না কিন্তু বিদূষক অনায়াসেই তাহা বলেন যে হেতু দূতের ন্যায় বিদূষকের দোষ অদণ্ড্য। অতএব কেবল ভাঁড়ামো না ক’রে যাহাতে লোকের ভ্রম ঘুচাইতে পার তাহাই কর।” সভ্যগণ বোলবো কি বাসন্তিকার মুখে এই কথা গুলি শুনেই আমার বুদ্ধি খুলে গেল, অমনি মনে মনে ভাবলেম যে ঠিক কথা বড় বড় রাজাদের কাছে যখন বিদূষক ভয় ক’রে কথা কননি তখন আমারই বা কি ভয়? আমি লোকের ক্লান্ত মনকে প্রফুল্ল করবার জন্য দুই একটী রঙ্গরসের কথা বোলবো, আর বড় বড় লোকের চোকে অঙ্গুলি দে দোষ দেখাবো। সেকেলে রাজারা দণ্ডে দণ্ডে মাতা কাটার হুকুমটা দিতেন কাযেই তাঁরা বেগড়ালে ও “রঙ্গমে ভঙ্গমৎ করো” ব’লে অন্দরে পড়ে থাকলে মাতার ভয়ে কেউ কিছু ব’লতে পারতো না কিন্তু বিদূষক নির্ভয়ে সেখানে গে ঘুম ভাঙ্গাতো ও কথার কান্নুটি দিতো; তবু রাজারা রাগ করতেন না। কেন না নেশা ভাঙ্গিলে তাঁরা বুঝতেনও সেই জন্যই বিদূষকের সাত খুন মখুবের হুকুম ছিলো। আমিও সেই রূপ কান্নুটি দিলে লোকে যেন রাগ করেন না যে হেতু আমার চোদ্দ খুন মাপের হুকুম আপনাদেরই দেয়া উচিত। রাজারা ইচ্ছা ক’রে দোষ দেখাবার জন্য বিদূষক রাখতেন, আপনাদের ও ইচ্ছা কোরে আমাকে কাছে রাখা উচিত। যা হোক আমি এক্ষণে সভ্যগণের কোন দলকে কি বলবো তার মোসাবিধা ক’রেছি সকলে দেখুন পছন্দ হয় কি না—যে দল

বড় রহস্য প্রিয় তাঁদের বোলবো "একটু লজ্জা রাখ রহস্য তো কচ্চিই তবে তুই এক স্থানে পেঁচার মত গম্ভীর হলে সে খানে অন্য মনস্ক হয়ো ও চেহারাটার রগড় দেখো।" যে দল ফ'চকে নয় তাঁদের বলি "বেল্লিকপনা দেখলে চক্ষু বুজো;" আর যে দল উন্নত তাঁদের বলবো "আরে থামনা ঠাকুর এত জেটাহ'লে বুড়িয়ে যাবে, শাস্ত্রের আলোচনায় অশ্লীলতা দেখতেনেই।" যে দল অবুঝ তাঁদের কাছে আমি গলবস্ত্র হ'য়ে বোলবো "বাপু সকল আর অকাল কুষ্মাণ্ডের মত থেকোনা একটু ইয়ার হও তা হলেই বুঝবে।"

মোসাহেব পরীক্ষা।

এক দিবস কোন একটি ধনাঢ্য ব্যক্তি মোসাহেবগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বৈঠকখানায় উপবেশন পূর্ব্বক নিজ গুণ সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছিলেন। এমত সময়ে রাজপথ দিয়া একজন একটি বেগুণের ঝাঁকা মস্তকে লইয়া "চাই বেগুন," বলিয়া গমন করিতেছিল। এই আওয়াজটি বাবুর শ্রবণ গোচর হইবাতে কহিলেন, আহা আওয়াজটি কি মধুর হে, কিন্তু ইত্যগ্রেই বাবুকে কথা কহিতে উদ্যত দেখিয়া মোসাহেবেরা তৎক্ষণাৎ শুনহে শুনহে বলিয়া পরস্পরের মুখে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক আহা মধুঃ মধুঃ বলিয়া মস্তক নাড়িতে আরম্ভ করিল। পরে বাবু তাঁহার প্রধান মোসাহেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "কেমন হে চাটুজ্যে আমার তো বোধ হয় যে এই বেগুণ ফলটী আনাজের শ্রেষ্ঠ; কি বল?" এই কথাটী শেষ হইবা মাত্রই একবারে সহস্র সহস্র হুজুর হুজুর ধ্বনিতে ঘর পরিপূর্ণ হইল। চাটুজ্যে কহিলেন হুজুর যা আজ্ঞা করিয়াছেন তার আর কি অন্যথা আছে, বেগুণের চেয়ে ফল কি আর জগতে হয়; আহা! যাতে দেন তাতেই চমৎকার কি ভাজা, কি পোড়া, কি অম্বলে; মরি মরি সুধা সুধা! আর বিশেষ মহাশয় আমিতো ইহাতে এক বারে পাগল বলিতে কি হুজুর এই আপনি অনুগ্রহ করিয়া যে আঁব গুলিন দেন আমি তো প্রত্যহ সে গুলিকে বাজারে বদল দিয়া বেগুণ লই এ প্রায় কাঁচাই শেষ করি, মহাশয় এর চেয়ে সুমিষ্ট দ্রব্য কি আর ত্রিভুবনে আছে।"

—বাবু কিয়ৎকাল স্থির ভাবে থাকিয়া পরে কহিলেন দেখ, কিন্তু এর একটা মহাদোষ, প্রায় বিচিতেই ভরা, এর চেয়ে পটল আরো উৎকৃষ্ট।" চট্টোপাধ্যায় এই কথা শ্রবণমাত্রেই অবিলম্বে কহিলেন তার আর কি ভুল আছে মহাশয়! আপনি যাহা কহিতেছেন তাহা স্বঠিক, কিবল বীচি আর

ছি ছি দিদি একি তোর কাজ অতঃপর লো।

ছির শঙ্কর গলা ধর ঘরের লোক পর লো ।

এত দিনে হলি কি লো খ্যাপা দিগম্বর লো ॥

23rd Special dispatch from the Famine districts.

ভিক্ষুক " ধর্ম্ম অবতার আর যে পেটে ধরেনা।"
ধর্ম্ম অবতারেরা "ধরেনা বোল্লে চলে কৈ, এত চাল্‌তো শেষ কোর্ত্তে হবে।"

মিটেতে ভরা, আবার কখন কখন কচুর মত মুখে লাগে, অতি জঘন্য অতি জঘন্য আর ওই যে বোল্লেন পটল, আহা! হজুর বোল্‌বো কি, ব্রাহ্মণী একেবারে ওতে মোরে আছেন।

বাবু আদ্যোপান্ত সমস্ত বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়া কিছু ক্ষণ বিষণ্ণ ভাবে উপবেশন পূর্ব্বক রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, "ওঃ তোমরা কি ভয়ানক মনুষ্য! আচ্ছা বল দেখি তুমি কি ভাব যে আমি একটা জানোয়ার? কি আশ্চর্য্য আমি বেগুণকে প্রশংসা করাতে এই মাত্র তুমি বোল্লে যে বেগুণের চেয়ে আর ফল নাই, পরে যেই আমি পুনরায় পটলের প্রশংসা করিয়াছি, অমনি তুমিও তদ্দণ্ডেই বোল্লে যে বেগুণ অতি জঘন্য, আর পটল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কি আশ্চর্য্য, তোমরা সব্ কোর্ত্তে পার, আমি দেখিতেছি যে সময় অসময়ে তোমাদের জন্য অনেককে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়।" বাবুর এরূপ বাক্য শুনিয়া চট্টপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ যোড়হস্তে পইতা ধারণ পূর্ব্বক কহিল, "মহাশয়, আমি বেগুণেরও চাকর নই পটলেরো চাকর নই; আমি হজুরের; হজুরের যাহা ভাল লাগে আমাদের তাহাই শিরোধার্য্য।

কুড়াইয়া প্রাপ্ত।

আমরা দুইখানি দলিল কুড়াইয়া পাইয়াছি, তাহার অবিকল নকল নিম্নে দিতেছি, যাহার হয় ছাপাবার দর দিলে পাইবেন।

প্রথম দলিল

"ধর্ম্ম অবতার

শ্রীমতী মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী অনুমতি দিয়াছেন, যে আমাদিগকে সৈনিক পদ দেওয়া হইবেক! অতএব আমি একজন সেই পদের প্রার্থী, অনুকম্পা-প্রকাশ-পূর্ব্বক আমাকে একটি সৈনিক পদে নিযুক্ত করিতে অনুমতি প্রদান করা হয় ইতি তারিখ সন১২৮১ সাল—

শ্রীচতুরচন্দ্র ঘোষ।"

দ্বিতীয় দলিল

"রোকায় জানিবা—

আপনকার প্রার্থনা পত্র পাইয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলাম, মহারাণী যে, এই অনুমতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদিগের না বলিবার যো নাই; কিন্তু এত শীঘ্র যে সে পদ জন্য প্রার্থনা পত্র পাইব, আমাদিগের বোধ ছিলনা, বিশেষতঃ বাঙ্গালিরা অত্যন্ত ভীরু, তাহাতে আপনি বাঙ্গালি। এক বাঙ্গালি যে প্রথমেই সৈনিক পদ প্রার্থনা করিয়াছে, ইহা বড় আনন্দের বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সে পদ আমার

হাত নহে কমাণ্ডারণচিপের হাত আর তার ও না; কাহার হাত তাহা আমরা বলিতে পারিনা; আর এক্ষণে আমরা বাছিয়া২ যুদ্ধ করিয়া থাকি, আবিসিনিয়া, আসাণ্টি, ভীল, কোল প্রভৃতি জাতির সহিত যুদ্ধ করি। মারকিন ও রুশেরা যুদ্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে আমরা কর্ণপাতও করিলাম না। সুতরাং এক্ষণে তো তোমরা কেরাণীগিরি একচেটে করিয়াছ, তবে তোমাদের এ সকল পদে হস্তার্পণ করা উচিত হয়না, আর সৈন্যের কাজ বীরত্ব প্রকাশ; ১৫ টাকার জন্য প্রাণ দেওয়া! তাহা আর এক্ষণে কোন প্রকারে হইবার যো নাই। এক্ষণে সৈনিক পদও যা কেরাণীগিরিওতা, প্রাণ নিয়ে আর টানাটানি নাই। সুতরাং এটা কাপুরুষের কাজ। যখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়িবেক তখন চাই কি তোমাদিগকে আমরা ডাকিব এক্ষণে তোমার ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। ইহার জন্য তুমি কোন দুঃখ বোধ করিওনা। যদিচ বাঙ্গালিরা অতীব বুদ্ধিমন্ত ও এন্‌লাইটেণ্ড সকল বিষয়ের সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম অনুভব করিতে পারে তথাচ আমরা বাঙ্গালিদের গুরু এক্ষণ অবধি তোমাদের গুরুমারা বিদ্যা অবধি আদর হয় নাই জানিবা—

ইতি তারিখ—সন ১২৮১ সাল।

ড্রেনেজ।

সাহেব—কম্‌দিস সাইড, মাইফ্রেণ্ড—সি, হাউইট্‌ওয়ার্কস।

ব—না, ওদিকে যাবনা, পাগিডি হয়ে প'ড়ে যাব।

সাঃ—হা হা হা—পাগিডি কি? লোকে, মাথা গিডি হয়েই পড়ে, তুমি পাগিডি হয়ে প'ড়বে—এর ভাব কিছুই তো আমি বুঝতে পারিলাম না।

ব—আমি ত' অনেক দিন হলো বলেছি, যে এখন ভাব ছাড়িয়া দিয়াছি, বিষ্ণুঃ! নূতন ভাব ছাড়িয়া দিয়াছি, দিয়ে পুরাণ সংযুক্ত ভাব আরম্ভ করিয়াছি।

সাঃ—আমার নূতন পুরাণ সকলই সমান হয়েছে, এখন মোদ্দাটা কি? বল দেখি, শুনি।

ব—মোদ্দাটা এই যে, তোমাদের হেডগিডি হয়, কিন্তু আমার মত লোকদের পা গিডি হয়।

সাঃ—কারণ? আমরা সাহেব, আর তোমরা নেটিভ, এই জন্য কি তোমাদের সকলই উল্টা?

ব—বলি তা নয়, তোমরা উইক হেডেড্, তোমাদের মাথা গিডি হয়—আমাকে দেক্‌তে পাচ্চতো, কেমন্ হেড্‌ষ্ট্রং লোক্, আর গায়েও বড় কমনা, তবে আমার সপোর্ট কিছু উইক, এই

জন্য বলি যদি পা কেঁপে পড়ে যাই; বুঝলে?

সাঃ—এত মারপেঁচ তো বুঝিনা।

ব—তোমার ওটা কি হলো, শুনি।

সাঃ—কোন্‌টা?

ব—ঐ যে, তোমার কাছে নূতন, পুরাণ সকলই সমান—এটার অর্থটা কি?

সাঃ—এটার অর্থ এই যে, আমি নূতনকে পুরাণ করি, আবার পুবাণকে নূতন করি—

ব—সে কেমন?

সাঃ—সে কেমন্ তবে শুন—এই যে বাড়িটি দেক্‌তে পাচ্চ, কেমন নূতন দেক্‌তে পাচ্চ, এখনও এর বালীকামও হয়নি—ঐ ওধারে দেখ,—কিছু দেখতে পাচ্চ?

ব—ওধার তো ধসে পড়েছে!

সাঃ—হা হা বাবু—আমারই বিদ্যা বুদ্ধির প্রভাবে।

ব—ঠিক্ বলেছ—নূতনকে পুরাণ করে, ধসিয়ে—

সাঃ—আবার দেখ, ঐ যে পুরাণ বাড়িটি দেক্‌তে পাচ্চ, ঐ যে, দূরে রাস্তায় শুয়ে পড়েচে।

ব—উটিতো প্রাচীন, আপনিই কাত হয়েছিল।

সাঃ—কাত তো হয়েছিলই বটে, কিন্তু ওকেও আমি আবার নূতন=

ব—নূতন করে তইরি ক'রবে ত?

সাঃ—নানা, তইয়ারি তো সকলেই কর্‌তে পারে হে, তাতে আর বাহাদুরিটা কি, বল দেখি।

ব—তবে কি? ভেঙ্গেই বলনা শুনি বাহাদুরি কি।

সাঃ—বাহাদুরি এই যে, দরের বন্দ বস্ত কর।

ব—বন্দ বস্তুটা কি?

সাঃ—বন্দবস্তুই তো ওর মধ্যে বাহাদুরি।

ব—হাঁ হাঁ, বুঝেছি—আর বল্‌তে হবেনা—ওকি, সিন্ধুক নাকি? ঐ যে নিচে, ওটা কি, সিন্ধুক? আবার ওতে কি লেখা রয়েছে—যু এ, ভাল পড়া যাচ্চে না—জলের প্রবাহে, ভাল দেখা যাচ্চে না—হাঁ হাঁ, এইবার অনেক কষ্টে পড়িছি।

সাঃ—কি পড়েছ বল দেখি শুনি।

ব—যুএলেরি ওটা কি? একটা তোড়ার মত দেখছি যে, ঐ যে, একটা বাক্স, ঐ আর একটা তোড়া।

আমাদিগের বিশ্বমণ্ডপের রিপোর্টারের প্রেরিত সংবাদাবলি।

১—আকাবের বন্দরে বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ গভর্মেণ্টের খরিদা দুই লক্ষ মোন চাউল এখনো তোলা আছে ও কলিকাতায় প্রায় লক্ষ মোন

ব্রহ্মদেশীয় চাউল গুদোমে বন্দ রয়েছে। বাজার গুজোব, এই যে, চাউল অনর্থক পড়ে থেকে জল, ঝড়, রৌদ্র রুই, পক্ষি, পশু ও মনুষ্যদ্বারা নষ্ট হইতে দেখিয়া বড় বড় কর্ত্তা হঙ্গাম হুজ্জোৎ করিয়া কৈফেৎ তলব করিয়াছেন। রিলিফ আফিসারেরা এক মতে জবাব দেছেন "এ কি আজ নূতন দেখেছেন, এবার দুর্ভিক্ষের বিশেষ নিয়মই এইরূপ চালান গেছে" কিন্তু আমাদিগের সংবাদ দাতা বলেন যে, এ নিয়মটী নূতন নয়, তবে দুর্ভিক্ষোপলক্ষে কিছু ঝালিয়ে নেয়া হ'য়েছে বটে, কিন্তু "কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ঢাল" লর্ডক্লাইবের আমল পর্য্যন্ত বরাবোর চল্‌চে।

২—সাধারণের উপকারার্থ নেটিভ অপিনিয়নে বাঁশে যত প্রকার কার্য্য হয় সকলই লেখা হইয়াছে—কিন্তু গোটা কতক কথা ভুল হয়েছে এবং সেগুলি বড় প্রয়োজনীয় ব'লেই আমাদের সংবাদদাতা উক্ত পত্রের সম্পাদককে লিখেছেন, যে ভূতেরা বাঁশ বোনে আড়ুড়া ক'রে বাঁশের ডগানিচু ক'রে মানুষমারা কল করে ও মানুষ ভূতেরা কারুর—— দেয় ও কেউ পাবে পাবে গণে; একথা গুলি যেন বাবুদিগর চুক হয় না।

৩—কলিকাতরে ছোট আদালতের হুকুমে মোক্তার রূপী কলিকালের ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠিরেরা আদালত হইতে বহিস্কৃত হয়েছেন; মক্কেল হীন শূন্যোদর উকীল বাবুরা তা দেখে মাথায় হাতদে বোসেছেন; রাঁড়ি, বালতি, ভোড়ভুঁয়ে বাঙ্গাল প্রভৃতি বে অকুফ দলে টাকার কামড়ানি সইতে না পেরে দরখাস্ত ক'রেছে যে মোক্তার না হলে তাহাদের কার্য্যের বড় ক্ষতি হচ্ছে। অনেক ঝকড়া ঘরে মেটাতে তাহাদের এক টাকার জন্য ৫ টাকা ব্যয় হচ্ছেনা ও মোকদ্দমা না কোর্‌তে পেয়ে ভাত হজম হয় না। এ সকল দেখে জজ সাহেবের আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে গেছে।

৪—ভাদ্র তারিখে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত শাতখিরা গ্রামবাসী শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের বাটী হইতে ৩০০ টাকার অলঙ্কারাদি ডাকাইতের দ্বারা অপহৃত হইবাতে পুলিষ, তাহাদিগের প্রথামত, সুযোগ বুঝিয়া তাহার অনুসন্ধানের হঙ্গাম উঠায়। সহরবাসী পাঠকগণ জানেন না যে সে হঙ্গামটি কি। লোকে কথায় বলে "প্যাঁচ পয়জার গুণাগার" তা এ বিষয়ে যথার্থ খাটে; পাড়াগাঁয় যদি কোন স্থানে চুরি হলো তো পুলিষ ভায়াদের আনন্দ উথুলে ওঠে, চোর ধরার কিছু হোক্ না হোক্ গ্রাম্‌টাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা হয়, আর যেন তেন প্রকারেণ পকেট পূর্ণ করা হয়। চৌকিদার জমাদার, নাজির, প্রভৃতি হজুরদের যাঁর যার উপর রাগ

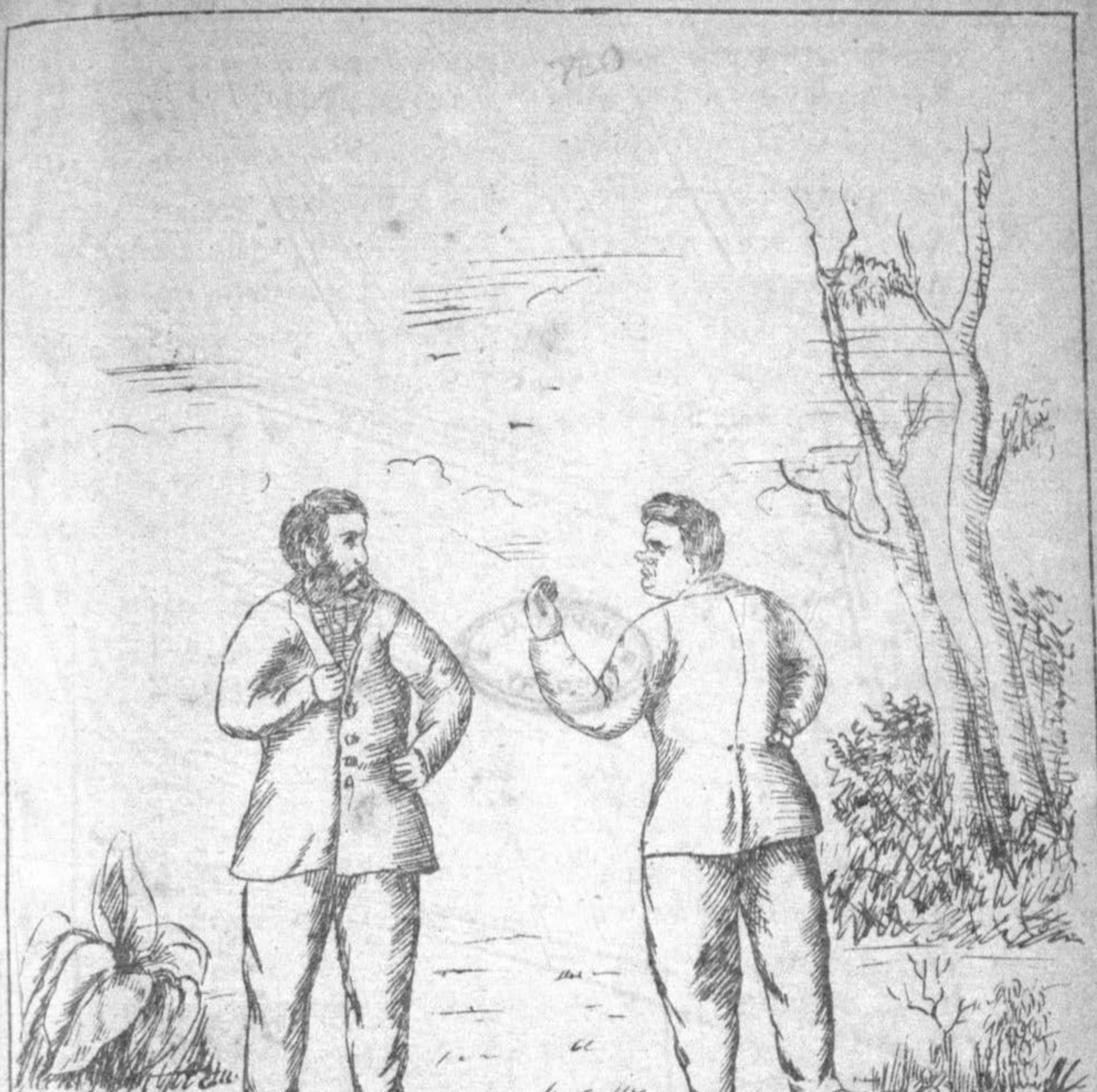

A POINT IN DISPUTE.

1st.—I am "the Englishman.

2nd.—You are a d—d Bengal nigger.

প্রথম—আমি ইংলিসম্যান

দ্বিতীয়—তুমি ড্যাম কালা বাঙ্গালী

আছে তাঁরা এই অবসরে আখোজ মিটায়ে লন। একে ধরেন, ওকে মারেন ওকে হাজতে রাখেন। যাঁর চুরি গেছে তাঁর যাওয়ামাল ফিরে আসা দূরে থাকুক ঘরে বাকি যা কিছু থাকে তা দিয়েও নিষ্কৃতি পান্ না। শেষে ধার কর্জ্জ করে হজুরদের জেয়াফৎদে মেয়ে ছেলেদের মান রক্ষা করেন। যাহা হউক শুনা গেল যে, এ ডাকাতিটীতে সে রূপ না ঘটে উল্‌টা উৎপত্তি হইয়াছে। "সাতগেঁয়ের কাছে মাম্‌দোবাজী" করা বড় সহজ নহে এ সহর ঘেঁসা লোক,নবীন বাবুর উপর "কিয়া হুয়া ফলান্ ঢেকান" হঙ্গাম কর্‌বার উপক্রম হলেই তিনি বলেন "রাখ্‌-তোর হুয়া হুয়ি, চল আগে মাজিষ্ট্রেটের কাছে চল যা হুয়া তা বল্‌বো"। পুলিযের হজুরেরা রেগে কাঁই, মাজিষ্ট্রেটের কাছে গে এক খানিকে সাত খানি করে রিপোর্ট করে ও নবীন বাবুকে তথায় উপস্থিত করিলে হাকিমের সহিত যে সওয়াল জবাব হয় তার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হাকি—তোমার কি হইয়াছে ?

নবী—আমার সর্ব্বস্ব গেছে।

হাকি—কি রূপে গেছে ?

নবী—ডাকাতে নেগেছে।

হাকি—কেকে ডাকাতি করেছে তুমি চিনিতে পার ?

নবী—না চিনিতে পারি না।

হাকি—কেন পার না ?

নবী—সকলে গায়ে মুখে চুন, কালি, আর সিঁদুর মেখেছিল।

হাকি—তোমার কাহার উপর সোবে হয় ?

নবী—আজ্ঞা সোবে হয়।

হাকি—কাহাকে সোবে কর ?

নবী—হজুর ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব

হাকি—ভয় কি, এ আদালত, বিচার স্থান, তোমার যে কিছু মনে সন্দেহ আছে বল কেহ কিছু করিতে পারিবে না।

নবী—তবে হজুর বলি।

হাকি—হাঁ নির্ভয়ে বল।

নবী—হজুর আপনকার উপর সোবে হয়।

হাকি—সেকি আমি কি তোমার বাড়ি ডাকাতি করিয়াছি ?

নবী—হজুর সহস্তে করেছেন এরূপ বোধ হয় না।

হাকি—তবে কি বোধ হয় ?

নবী—আপনার যোগসাজোসে হয়েছে।

হাকি—সে কি কারণে তোমার এ রূপ বোধ হয় ?

নবী—হজুর যখন এত টাকা তলপ পাচ্ছেন,এত কনষ্টেবল, জমাদার, নাজির চৌকিদার রয়েছেও এত টেক্স ও চৌকিদারী খরচ কানে পাক দে নিচ্চেন তখন

আপনাদের যোগসাজোস ভিন্ন ডাকাতি কেমন করে হয়।

এই কথা শুনিয়া হাকিম নবীন বাবুকে আদালত হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু গুজোব যে তিনি অপহৃত ধন ফিরে দেবার জন্য পুলিসের নামে হাইকোর্টে অভিযোগ করিবেন।

৫—মিয়ার্স সাহেব পঞ্চু ডাকহরকরাকে চাবুক মারার দরুণ যশোহরের মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা দণ্ডিত হয়েন ও হাইকোর্টে আপিলে সেই রায় বজায় থাকাতে ইংরাজসম্পাদকগণ হুলোবেরালের মত ঝকড়ার সুরু ক'রেছেন, আর বাঙ্গালী সম্পাদকেরা দূরে দাঁড়ায়ে জল ছিটয়ে দিচ্ছেন, ও বল'ছেন "কোন জজে কি পয়েণ্ট বুঝ্‌লো না?" যাহা হউক এই উপলক্ষে আমরা জাতীয় গৌরবপাগলা উড়ানি বগলে বাবুদের ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে তফাত কত তাহা দেখাইবার সময় পাইয়াছি। আর ব'লছি যে তাঁরা চক্ষু মেলে দেখুন জাতীয় ঐক্য কাকে বলে ও জাতীয় উন্নতি কিসে হয়। বাঙ্গালী একজন অন্যায়রূপে দণ্ডিত হইলেও "আরে কি হয়েছে" ব'লে বাঙ্গালীরা ব'সে থাকেন, আর ইংরাজেরা জাতভায়ের জন্য কামড়াতেও ছাড়ে না। মিয়ার্সের মুক্তির জন্য কেমন একমতের আবেদনটি দেওয়া হয়েছে। ইংরাজ, পারসি, মুসলমান খোট্টা, বাঙ্গালী প্রভৃতি যেন সকলেরই মত! কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে খোট্টাগুলি দ্বারবান, মুসলমানগুলি বাবুর্‌জি, পারসিগুলি ক্লার্ক ও বাঙ্গালীগুলি কেরাণী কি না? তা এ কথা বাঙ্গালীদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাটা সম্ভব; কেননা—মরণ হওয়া পর্য্যন্ত এ রূপ আবেদনে স্বাক্ষর করার লোক তো দেখা যায়না। যাহোক্ আমাদের সংবাদ দাতা বলেন যে এত বড় কাতলা মারা কুটির কর্ত্তা পুঁটি মার্‌তে জাল ছিঁড়্‌লেন কেমন করে।

পূর্ব্ববাঙ্গালা।

সম্প্রতি ঢাকা নগরে লর্ড নর্থব্রুক্ পদার্পণ করেন, এই উদ্যোগে পূর্ব্ব বঙ্গদেশের যাবতীয় বড় লোক সেখানে উপস্থিত। পাছে কেহ যাইতে ত্রুটী করেন এই জন্যে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কমিশনার সাহেব "পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম" করেন। যাইতেই হবে না গেলে সাহেব রাগ করিবেন। কি রূপে কি ভাবে যাই, কি পোষাক পরি লার্ড সাহেবকে যাইয়া কি বলিব। এই চিন্তায় লোকে অস্থির; হুতুম বলেন বাঙ্গালা ভাষা বে ওয়ারেষ মাল কিন্তু আমার বিবেচনায় আমাদের পরিচ্ছদ

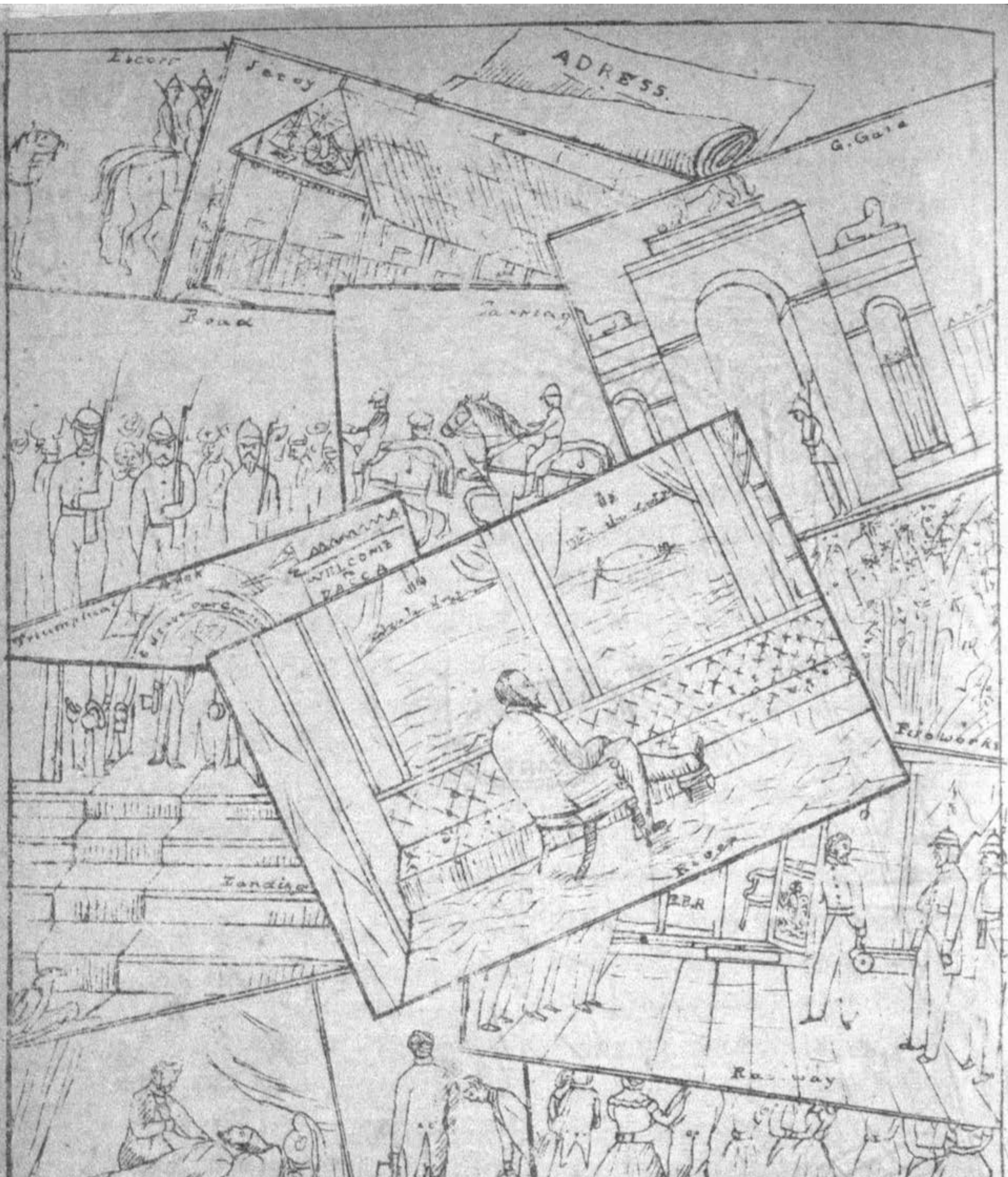

আমাদিগের বিশেষ নক্সাকারের প্রেরিত।

বড়কর্ত্তা পূর্ব্বপ্রদেশে যাহা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন
তাহার অবিকল নকল।

পদ্ধতিই বে ওয়ারেস। কেহ সাহেবি প্যাণ্টুলুন ও কোর্ট হ্যাট পরিয়া বাবু কেহ ফুর্‌ফুরে সিমলার ধুতি পরিয়া বাবু; ইনিও বাঙ্গালী, উনিও বাঙ্গালী। যাঁহারা সকল গায়ে নানাবিধ কাপড় জড়াইয়া বাহির হন আমার ইচ্ছা করে যে তাঁহাদের কাপড়ে আগুণ ধরাইয়া দেই কিন্তু গোহত্যার ভয়ে পারি না। আমার বিবেচনায় আমাদের পোষাক যখন এক রকম হইয়া যাইবে আমরা তখনি একটি জাতি বলিয়া পরিগণিত হইব আর তখন আমরা আপনাদিগকে শাসন করিতে পারিব। একটি স্ত্রীলোক শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেশে আসিয়া গল্প করে যে "ভাই যত মানুস তত মাথা।" ঢাকায় দেখা গেল যত বাবু তত রকম পোষাক। পোষাকের বিষয় নির্দ্ধারিত হইলে সকলের প্রধান চিন্তাটি তবু রহিয়া গেল। "লার্ড সাহেবের সঙ্গে দেখা হইলে কি বলিব" নির্জ্জনে দেখা হয় তবে এক রকম চলে, কিন্তু যখন লার্ড সাহেব শত শত লোক পরিবেষ্টিত থাকিবেন তখন দেখা করিতে হইবে। নির্জ্জনে হয় তবে আর কথা বার্ত্তা কি একেবারে দুই পা ধরিয়া বলিলে হয় "হুজুর, ধর্ম্মাবতার, মহারাজ, রাজরাজেশ্বর, আমারে একটা সি, এস, আই, রাজা বাহাদুর, অন্ততঃ রায় বাহাদুর খেতাব দিন। দোহাই হুজুরের, আমি অনেক সৎকর্ম্ম করিয়াছি "কিন্তু নির্জ্জনে ত দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই। দেখা হইলে প্রথমে কি করিতে হইবে, হ্যাণ্ডসেক করিতে হইবে, কি জানু পাতিতে হইবে, আর মুখেই বা কি বলিতে হইবে? যাঁহারা নিতান্ত বড় বড় লোক তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে লর্ড বাহাদুর আইলে ঐ সব কথা বলতিই হবে, বল হইলে নৃত্য করিতে হবে। এখন নৃত্য কি রূপে করিতে হয়; মোটা মানুষে কি নৃত্য করিতে পারে? ইংরাজী নাচনায় কি মাজা লাড়িতে হয়? তা হলেইত চিত্র।

ঢাকায় বড় সাহেব গেলেন, বড় বড় লোক গেলেন ধুম ধাম হইল সকলে চাঁদা দিলেন, শেষে ফল কিছুই হইল না, কোন আখ্যা পাইলেন না, কিন্তু, লার্ড সাহেব বড় খুসি হইলেন। খুসি হইয়া বলিলেন যে, "পূর্ব্ব বাঙ্গালা আমাকে বড় তৃপ্ত করিয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালা খুব ধনী অতএব অধিক ট্যাক্স দিবার যোগ্য" একটি—উত্তম প্রাইবেট স্কুল দেখিয়া বড়ই খুসি হইয়া বলিলেন যে, "কে বলে বাঙ্গালিরা আপনা আপনি স্কুল চালাইতে পারেনা, এই ত বেশ পারে অতএব ক্যাম্বল সাহেব বেশ পরামর্শ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার স্কুলের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের আর অধিক সাহায্য করা কর্ত্তব্য নয়।" হারাধন বাবু দেনায় ডুবু